বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>105 >> 08 Maagh 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১০৫ >> << ০৮ই, মাঘ ১৪৩০>>

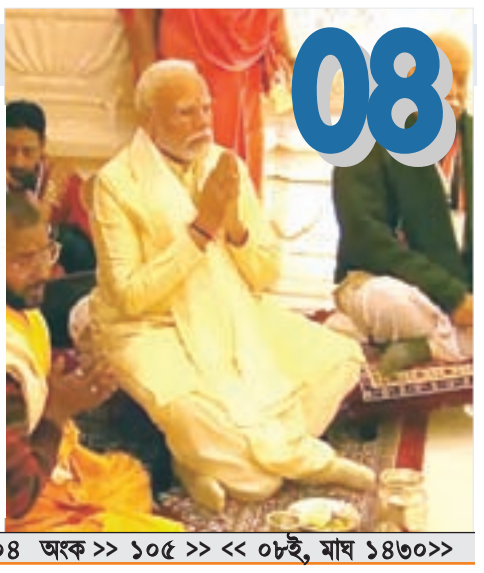

লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ পালন করলেন রুশ কমিউনিস্টরা

মস্কো ঃ মস্কোর রেড স্কোয়ারে সমবেত হয়ে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিনের মৃত্যু শতবর্ষ পালন করলেন কমিউনিস্টরা। একসময় তার ছবি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় সব জায়গায় থাকত। তার নাম প্রায় প্রতিদিন উচ্চারিত হত রাশিয়া সহ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেই লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ পালনের অনুষ্ঠানে রেড স্কোয়্যারে উপস্থিত ছিলেন কিছু কমিউনিস্ট সদস্য। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান জানিয়েছেন, তারা সমাজবাদী রাশিয়ার জনককে স্মরণ করতে এসেছেন। লেনিন সব রাষ্ট্রের মধ্যে সৌভাতৃত্বও গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অনেকের হাতে ছিল লাল পতাকা, কিছু মানুষের হাতে ছিল পোস্টার। সমবেত সকলে লেনিনের স্মৃতিসৌধে গিয়ে ফুল দেন। রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট পুটিন লেনিনের কড়া সমালোচক হলেও লেনিনের দেহ স্মৃতিসৌধ থেকে সরাননি। তবে লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে একটা কথাও বলেননি পুটিন। তবে তিনি এর আগে বলেছিলেন, লেনিন ভয়ংকর ভুল করেছিলেন। ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি মাত্র ৫৩ বছর বয়সে লেনিনের মৃত্যু হয়।

বাজার দর
SENSEX : 71683.23 +496.37
NIFTY : 21622.40 +160.16

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
23.00 °c	08.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .29 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .31 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

দনেৎস্ক বাজারে গোলাবর্ষণে মৃত ২৭

মস্কো ঃ রাশিয়ার অধিকারে থাকা দনেৎস্ক বাজারে গোলাবর্ষণে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে শহরের কর্তৃপক্ষের দাবি। রাশিয়া যাকে তাদের অধিকৃত দনেৎস্কের প্রধান প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করেছে, সেই ডেনিস পুশিলিন জানিয়েছেন, বাজার এলাকায় গোলা এসে পড়ে। এর ফলে এতজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তার দাবি, ইউক্রেনের বাহিনী এই আক্রমণ করেছে। রোববারের এই ঘটনায় প্রথমে বলা হয়েছিল ২৫ জন মারা গেছেন। পরে জানানো হয় মৃতের সংখ্যা ২৭। রাশিয়া বলেছে, সাধারণ বেসামরিক মানুষ যেখানে যান, সেখানে এই ভয়ংকর আক্রমণ করা হয়েছে। তাদের দাবি, পাশের আরেকটি জায়গাতেও ইউক্রেনের বাহিনী আক্রমণ করেছিল। এর ফলে একজন মারা গেছেন। ইউক্রেনের বাহিনী এখনো এই আক্রমণ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। ডিডাব্লিউ রাশিয়ার দাবি যাচাই করে দেখতে পারেনি। গত দুই মাস ধরে রাশিয়া ও ইউক্রেন একে অপরের বিরুদ্ধে বারবার বেসামরিক মানুষের উপর আক্রমণ চালানোর অভিযোগ করেছে। দনেৎস্কর এই অধিকৃত এলাকাকে রাশিয়া তাদের নিজের অংশ হিসাবে দাবি করেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই দাবি আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী। রাশিয়ার গ্যাস টার্মিনালে ইউক্রেনের হামলা ঃ রাশিয়ার তেল সংস্থা নোভাটেক জানিয়েছে, তারা বাল্টিক সাগরের তেল ও গ্যাস টার্মিনাল বন্ধ রেখেছে। ইউক্রেন ড্রোন ব্যবহার করে একটি ব্যালেস্টিক মিসাইল হামলা চালাবার পর এই সিদ্ধন্ত নেয়া হয়। তবে নোভাটেক স্পষ্ট করে ইউক্রেনের নাম নেয়নি। তারা বলেছে, বাইরের ঘটনার প্রভাবে এখানে আগুন লেগে যায়। তার জেরে টার্মিনাল বন্ধ রাখা হয়েছে। ইউক্রেনের সংবাদসংস্থা ইন্টারফ্যাক্স জানিয়েছে, ইউক্রেনের সেনা একটি বিশেষ অপারেশন চালানোর ফলে আগুন লাগে।

নির্বাচনি প্রচার থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন রন ডিস্য়ানটিস

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার জন্য লড়াইয়ে নেমেছিলেন ফ্লোরিডার গভর্নর। মাঝপথেই দৌড় থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছেন তিনি।
সম্প্রতি আইওয়ার নির্বাচনে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন তিনি। রিপাবলিকানদের মধ্যে কোন প্রার্থী শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য লড়বেন, সেই ভোট হয়েছিল আইওয়ায়। সেখানে ডনাল্ড ট্রাম্প সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। বস্তুত, আইওয়ার নির্বাচন স্পষ্ট করে দিয়েছে, রিপাবলিকান প্রার্থীদের দৌড়ে ট্রাম্পই সকলের উপরে আছেন।এর পরেই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যানটিস। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিওবার্তা প্রকাশ করেছেন তিনি। সেখানে বলেছেন, বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হচ্ছে। প্রচুর মানুষ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তার সঙ্গে কাজ করছেন। তাদের সময় নষ্ট করা আর উচিত নয়। অর্থের অপব্যয়ও কাম্য নয়। রন বলেছেন, তিনি বুঝতে পারছেন, এই নির্বাচনে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছেন তিনি। তাই লড়াইয়ের মাঠ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন তিনি।
রন সরে গেলে রিপাবলিকান প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে থাকবেন ট্রাম্প এবং নিকি হ্যালি। ট্রাম্পের প্রশাসনে নিকি ছিলেন জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত। কিন্তু সেই নিকি রিপাবলিকান প্রার্থী হওয়ার লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার পর ট্রাম্প তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে শুরু করেছেন।রোববার নিউ হ্যাম্পশায়ারে প্রচারে গেছিলেন নিকি। সেখানে রনের লড়াই থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন তিনি। নিকি অবশ্য জানিয়েছেন, তিনি মাঝপথ থেকে চলে যাবেন না। কারণ তিনি মনে করেন, ট্রাম্প বাইডেনের বাইনারির বাইরে বহু অ্যামেরিকান আছেন। যারা তার মতো কাউকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চান। নিকি তার প্রচারে বলেছেন, ''রন খুব ভালো প্রচার শুরু করেছিলেন। গভর্নর হিসাবেও তিনি খুবই সফল। তার সুস্থ জীবন কামনা করি। আপাতত লড়াইয়ে একজন পুরুষ এবং একজন নারীই থাকলেন।'' অ্যামেরিকায় রনের বিপুল জনপ্রিয়তা। অনেকেই মনে করেছিলেন রিপাবলিকান প্রার্থীদের লড়াইয়ে ট্রাম্পকে টেক্কা দেবেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হলো না।

অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধনে উপস্থিত তারকারা

অযোধ্যা ঃ অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তারকা সমাবেশ। সিনেমা, রাজনীতি, খেলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের তারকারা এসেছেন এই অনুষ্ঠানে। শ্রী রামজন্মভূমি ট্রাস্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় আট হাজার মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তার মধ্যে রাজনীতিবিদরা যেমন আছেন। তেমনই আছেন শিল্পপতি, বলিউড সুপারস্টার ও আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রের নক্ষত্ররা। অনুষ্ঠান শুরুর অনেক আগেই পৌঁছে যান অমিতাভ ও অভিষেক বচ্চন। পৌঁছে যান মাধুরী দীক্ষিত, কঙ্গনা রানাওয়াত, ভিকি কৌশল, ক্যাটরিনা কাইফ, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, অংশুমান খুরানা, রোহিত শেটি, রাজকুমার হিরানি, মহাবীর জৈনরা। তেলুগু তারকা চিরঞ্জীবি ও রাম চরণ ছিলেন। ছিলেন অভিনেতা মনোজ জোশী। বলিউডের প্রচুর তারকা উপস্থিত থাকলেও ছিলেন না তিন খান, সলমন, শাহরুখ ও আমির খান। সূত্র জানাচ্ছে, তারা আমন্ত্রণ পাননি। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে ছিলেন শচিন টেন্ডুলকর, অনিল কুম্বলে। রণদীপ হুডা, অনুপম খেররাও সময়ের আগে পৌঁছে যান। তবে রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সকালে অযোধ্যা পৌঁছে যান। পৌঁছে গেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া, অন্ধ্র প্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, আরএসএসের প্রধান মোহন ভাগবতও।
ইন্ডিয়া জোটের শরিক বিরোধী দলগুলি এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছে না। কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, লোকসভার নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীও রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যাননি। রাহুল গান্ধী এখন উত্তর-পূর্বে ন্যায় যাত্রা করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় পাল্টা সংহতি মিছিল করছেন।

সোমালিয়ার পক্ষে মিশরের প্রেসিডেন্ট সিসির বার্তা

মিশর ঃ ইথিওপিয়া সোমালিল্যান্ডকে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে সমুদ্র ব্যবহারের পথ তৈরির ইঙ্গিত দেয়ার পর মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতাহ আল সিসি বলেছেন, সোমালিয়ার ওপর কোনো হুমকি তার দেশ মেনে নেবে না।
সোমালি প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি ইথিওপিয়ার প্রতি মিশর বা মিশরের সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতীম সম্পর্ক আছে এমন কারো সঙ্গে টক্কর না দেয়ার আহ্বান জানান।
১৯৯১ সালে সোমালিল্যান্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও এখনো কোনো দেশ তাদের স্বীকৃতি দেয়নি।
মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতাহ আল সিসি রোববার ইথিওপীয়দের উদ্দেশ্যে দেয়া এক বার্তায় জানিয়েছেন, সোমালিয়াকে কেউ হুমকি দিলে বা দেশটির নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করলে মিশর তা সহ্য করবে না।
সোমালি প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি ইথিওপিয়ার প্রতি মিশর বা মিশরের সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতীম সম্পর্ক আছে এমন কারো সঙ্গে টক্কর না দেয়ার আহ্বান জানান।
একসময় ব্রিটেনের অভিভাবকত্বে থাকা সোমালিল্যান্ড ১৯৯১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু তাদের সেই স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়নি আন্তর্জাতিক বিশ্ব। সম্প্রতি ইথিওপিয়া জানিয়েছে যে, একটি সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগের বিনিময়ে সোমালিল্যান্ডকে স্বীকৃতি দিতে পারে দেশটি। সেক্ষেত্রে সোমালিল্যান্ডের আওতায় থাকা এডেন উপসাগরের বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্রতট আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য ব্যবহারের সুযোগ পাবে ইথিওপিয়া। তবে ইথিওপিয়া ও সোমালিল্যান্ডের মধ্যকার এই সমঝোতা স্মারকটিকে গত পহেলা জানুয়ারি 'আগ্রাসন' বলে আখ্যা দিয়েছে সোমালিয়া। সোমালিল্যান্ডের নিজস্ব সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী এবং মুদ্রা রয়েছে, তবে অঞ্চলটির স্বাধীনতা ঘোষণা এখনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরের সংবাদ শোনার পর সোমালি প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বলেন, ''আমরা চুপ থেকে আমাদের স্বার্বভৌমত্ব বিপদগ্রস্ত হওয়া দেখবো না।''
মোগাদিশু ইথিওপিয়াকে এই 'অবৈধ' সমঝোতা থেকে সরে আসতে এবং 'সোমালিয়ার সার্বভোমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে' আহ্বান জানিয়েছে। এদিকে, আল সিসি আদ্দিস আবাবাকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলটির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন এবং প্রয়োজনে কঠোর হওয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।
ইথিওপিয়ার নীল নদকেন্দ্রিক মেগা প্রকল্প 'গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ বাঁধ' তৈরি নিয়ে গত এক দশক ধরে মিশরের সঙ্গে উত্তেজন বিরাজ করছে। দেশ দুটো এবং সুদানের মধ্যে এ সংক্রান্ত আলোচনা এখনো কোনো ফল বয়ে আনতে পারেনি। ফলে কায়রো জল নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছে। গত সপ্তাহে মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইথিওপিয়াকে 'সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অস্থিরতার উৎস' হিসেবে উল্লেখ করেন।

বিক্ষোভ সব মিলিয়ে ১৪ লাখেরও বেশি মানুষ তাতে অংশ নিয়েছেন

চরম দক্ষিণপন্থিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সুফল কি পাওয়া যাবে?

বার্লিন (এজেন্সী)ঃ জার্মানি জুড়ে এএফডি দলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সত্ত্বেও জনমত সমীক্ষায় সেই শক্তির প্রতি সমর্থন এখনো কমছে না। বিশ্বের অন্য কিছু দেশের মতো জার্মানির সমাজও কি চরম বিভাজনের দিকে এগোচ্ছে?
গত ১০ই জানুয়ারি প্রকাশিত এক সংবাদের সূত্র ধরেই জার্মানি জুড়ে এএফডি দলের বিরুদ্ধে এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। দলের কিছু সদস্য সমমনস্ক উগ্র দক্ষিণপন্থি ব্যক্তিদের সঙ্গে জার্মানি থেকে বিদেশিদের বিতাড়ন করতে এক ষড়যন্ত্রের রূপরেখা রচনা করেছিলেন বলে 'কারেক্টিভ' নামের এক অনুসন্ধানী সংবাদ সূত্র জানিয়েছিল।
চরম দক্ষিণপন্থি এএফডি দল জার্মানিতে চরম বিভাজন সৃষ্টি করছে। একদিকে জনমত সমীক্ষায় এখনো দ্বিতীয় স্থান দখল করে সেই দল আগামী নির্বাচনগুলিতে অভূতপূর্ব সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলছে, অন্যদিকে প্রবল শীত সত্ত্বেও গোটা দেশ জুড়ে লাখ লাখ মানুষ সেই দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।
সপ্তাহান্তেও জার্মানির বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদকারীরা সোচ্চার ছিলেন। শুধু শুক্রবার ও রোববারের মধ্যে প্রায় একশ' জায়গায় এএফডি-বিরোধী বিক্ষোভ আয়োজিত হয়েছে। আয়োজকদের মতে, সব মিলিয়ে ১৪ লাখেরও বেশি মানুষ তাতে অংশ নিয়েছেন। রোববার মিউনিখ শহরে প্রায় এক লাখ মানুষ এএফডি দলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নিতে উপস্থিত হলে নিরাপত্তার খাতিরে আয়োজকদের শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভ বাতিল করতে হয়েছে। বার্লিনেও রোববার সন্ধ্যায় প্রায় এক লাখ মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন।
গত ১০ই জানুয়ারি প্রকাশিত এক সংবাদের সূত্র ধরেই জার্মানি জুড়ে এএফডি দলের বিরুদ্ধে এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। দলের কিছু সদস্য সমমনস্ক উগ্র দক্ষিণপন্থি ব্যক্তিদের সঙ্গে জার্মানি থেকে বিদেশিদের বিতাড়ন করতে এক ষড়যন্ত্রের রূপরেখা রচনা করেছিলেন বলে 'কারেক্টিভ' নামের এক অনুসন্ধানী সংবাদ সূত্র জানিয়েছিল। জার্মানির পূর্বাঞ্চলে তিনটি রাজ্যের নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে ভোটারদের সামনে এএফডি দলের 'প্রকৃত চরিত্র' তুলে ধরতে আয়োজকরা দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভের আয়োজন করছেন। বিশেষ করে যে সব মানুষ শুধু প্রতিষ্ঠিত দলগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এএফডি দলকে সমর্থন করছেন, বিক্ষোভের মাধ্যমে তাদের মতবদলের আশা করা হচ্ছে। একাধিক রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে ফুটবল ব্যক্তিত্ব চরম দক্ষিণুন্থিদের বিরুদ্ধে মানুষকে অবস্থান নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।
বিপুল জনসমর্থন ধরে রাখতে পারলে পূবের স্যাক্সনি ও টুরিঙ্গিয়া রাজ্যে নির্বাচনে এএফডি দল এমনকি ক্ষমতায় আসতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
সে ক্ষেত্রে আগামী বছর ফেডারেল নির্বাচনের আগে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে দলটি দেশের বাকি অংশেও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সমর্থনের মুখ দেখে আগামী সংসদে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। সেই 'অঘটন' এড়াতে আইনি পথে নানা রকম পদক্ষেপের প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে। তবে এএফডি দল, দলের নির্দিষ্ট কিছু অংশ বা কয়েকজন নেতার অধিকার খর্ব করার প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক চলছে। বিশেষ করে দলটিকে সংবিধানবিরোধী হিসেবে তুলে ধরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন। তাঁদের মতে, বরং রাজনৈতিক আঙিনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলের প্রকৃত অ্যাজেন্ডা তুলে ধরে প্রতিবাদী ভোটারদের মনে এএফডি সম্পর্কে সংশয় জাগিয়ে তোলাই সঠিক পথ।

চন্ডিলে জমকালোভাবে পালিত হল শ্রী রাম লালা প্রাণ প্রতিষ্টা অনুষ্ঠান

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ জয় শ্রী রাম, জয় জয় শ্রী রাম, জয় বজরংবলী ইত্যাদি ভক্তিমূলক স্লোগানে মুখরিত হচ্ছে চা ন্ডিল মহকুমা এলাকা। রাম লালার অভিষেক উপলক্ষে চান্ডিলের উগডিহের বজরং বালি মন্দির থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়েছে। শ্রী রাম সনাতন সমিতির পক্ষ থেকে বাইক মিছিল ও রাম ভক্তদের মিছিল বের করা হল। এসময় দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকদের সম্মাননা জানানো হয়। শ্রী রাম সনাতন সমিতির পক্ষ থেকে, আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হরেলাল মাহাতো, সমাজকর্মী রাকেশ বর্মা, সপন সাও, ববি জালান প্রমুখকে অঙ্গবস্ত্র ও রাম মন্দিরের স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। একই সঙ্গে স্থানীয় সাংবাদিক সুধীর গোরাই, বিশ্বরূপ পাণ্ডা, হিমাংশু গোপ, প্রকাশ সিং, শশী ভূষণ মাহাতো প্রমুখকে সম্মানিত করা হয়। শ্রী রাম সনাতন সমিতির উদ্যোগে বের হওয়া শোভাযাত্রায় স্থানীয় ছেলেমেয়েরা ভগবান রাম, মাতা সীতা, লক্ষ্মণ, বজরঙ্গবলী, নলনীল, জাম্বুবন ইত্যাদির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে যা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

প্রাণ প্রতিষ্টার লাইভ টেলিকাস্ট দেখতে ভক্তদের ভিড় জড়ো হল

চান্ডিলের বিবেকানন্দ কেন্দ্রে শ্রী শ্রী ১০৮ খেলাই চণ্ডী বজরং দল আখড়ার পক্ষ থেকে অনেক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। সকালে কলেজ মোড় অবস্থিত বড় হনুমান মন্দিরে পূজা ও হবন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। একই সময়ে, অযোধ্যার রাম জন্মভূমির ভগবান রাম লালার পবিত্রতা বিবেকানন্দ কেন্দ্রে এলইডি থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হল। লাইভ টেলিকাস্ট দেখতে এখানে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। এ উপলক্ষে ভক্ত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হল। দুপুর ২টা থেকে শ্রী শ্রী ১০৮ খেলাই চণ্ডী বজরং দল আখড়ার উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে। এখানে, চান্ডিলে পুলিশ ও প্রশাসনও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সক্রিয় মোডে রয়েছে। চান্ডিল গোল চক্করে দুটি স্থানে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এছাড়াও নিমডিহ সিও এবং নিমডিহ পুলিশ লেংডিহ এবং পিতকি রেলগেটের কাছে ট্র্যাফিক ব্যবস্থার উপর নজর রাখছে। চান্ডিল দিয়ে যাওয়া ছোট যানবাহনের রুট ডাইভার্ট করে নতুন বাইপাস সড়ক দিয়ে পাঠানো হল। একই সঙ্গে দুপুর ১২টা থেকে রাত পর্যন্ত বড় যানবাহন প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

বড় গোবিন্দপুর বীণাপানি সংঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রজনী গোপের মূর্তি উন্মোচন

যারা সমাজের জন্য কিছু করে তাদের মানুষ মনে রাখে ঃ সুনীল কুমার দে

লেখক সুনীল কুমার দে এবং করুণাময় মন্ডল সাহিত্য সম্মান ২০২৪এ সম্মানিত হয়েছেন

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ ২২শে জানুয়ারী, বীণাপানি ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রজনী গোপের মূর্তি জামশেদপুরের পরশুডিহ থানার অধীন বড় গোবিন্দপুরের খয়াখরিপাড়ে উন্মোচন করা হল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক সহ সমাজসেবক সুনীল কুমার দে, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সাহিত্যিক সহ প্রাক্তন জেলা পরিষদ করুণাময় মন্ডল, মুখিয়া চন্দ্র মণি জি, পঞ্চায়েত সদস্য নারায়ণ বেসরা, নবদ্বীপ দাস, নিতাই দাস, বুলারানি সিং, অপূর্ব গুহ প্রমুখ। কেন্দ্রীয় সম্পাদক রঞ্জিত কুমার গোপ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। করুণাময় প্রয়াত রজনী গোপের জীবনী নিয়ে আলোকপাত করেন এবং একটি কবিতাও আবৃত্তি করেন। সুনীল কুমার দে বলেন, যারা সমাজের জন্য কিছু করে তাদের সমাজ মনে রাখে। তাঁর মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেওয়া হয়। মূর্তি উন্মোচন করেন সুনীল কুমার দে ও করুণাময় মণ্ডল। এই উপলক্ষ্যে শক্তিপীঠ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সহ ভাস্কর সুবোধ গোরাই তার সংগঠনের পক্ষ থেকে সাহিত্যিক সহ সমাজসেবক সুনীল কুমার দে এবং সাহিত্যিক সহ সমাজসেবক করুণাময় মন্ডলকে শাল ও শংসাপত্র দিয়ে সাহিত্য সম্মান ২০২৪এ সম্মানিত করেন। এই উপলক্ষে পরিবার কল্যাণ

সংস্থা টাটা মোটরস এবং পূর্ণিমা নেত্রালয় দ্বারা একটি মেগা মেডিকেল ক্যাম্পেরও আযোজন করা হয়। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুবোধ গোরাই। অনুষ্ঠান সফল করতে বীণাপানি সংগঠনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করেন পদ্মাবতী গোপ, তপন কুমার মহান্তি, রঞ্জিত কুমার গোপ, সুবোধ গোরাই, দেবু গোপ, বিমল দাস, বসন্ত দাস, ধনঞ্জয় দাস প্রমুখ।

চৌকায় এক অনুষ্ঠানে ১৫ জন কর সেবককে সম্মাননা দেওয়া হয়

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ শ্রী রাম ললার প্রাণ প্রতিষ্ঠার শুভ উপলক্ষ্যে, সোমবার শ্রী শ্রী নবদুর্গা পূজা কমিটি চৌকা দ্বারা একটি সর্বজনীন অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছিল এবং শ্রী রাম মন্দির নির্মাণে অবদান রাখা কার সেবকদের নেতা হিকিম মাহাতো সহ ১৫ জন কর সেবককে সমাজসেবক খগেন মাহাতোর নেতৃত্বে সম্মান দেওয়া হয়। এর আগে, কার সেবকদের চৌকা মোড় থেকে বাদ্যযন্ত্র দিয়ে স্বাগত জানানো হয় এবং শ্রদ্ধার সাথে শ্রী শ্রী নবদুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। এই উপলক্ষ্যে রাম ভক্তরাও আতশবাজি ফাটিয়ে দিওয়ালি উদযাপন করেন। শ্রী শ্রী নব দুর্গা মন্দিরে মা শক্তি রূপেন দেবী দুর্গার পায়ে মাথা নত করলেন সকল কার সেবক। এরপর মঞ্চে উপস্থিত সকল কারসেবকদের শাল দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এ উপলক্ষে রাম ভক্ত নাগরিকদের উদ্দেশে কার সেবক হিকিম চন্দ্র মাহাতো তার বক্তব্যে বলেন, আজকের মানব সমাজকে ভগবান রামের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। তিনি বলেন যে কেউ যদি একদিনের জন্য রামায়ণ লিখিত উপদেশ শোনে এবং সেই নিয়মগুলি অনুসরণ করে তবে সে অবশ্যই একজন মহান মানবে রূপান্তরিত হবে।

রামায়ণ শোনার জন্য মনের মধ্যে বজরং বলির প্রতি ভক্তি থাকা উচিত। বজরং বলি ছাড়া রাম অসম্পূর্ণ এবং রাম ছাড়া বজরঙ্গ বলি অসম্পূর্ণ। এই অনুষ্ঠানে হিকিম চন্দ্র মাহাতো, অসিত কুন্ডু, শিবু চ্যাটার্জি, সীতারাম সোরেন, ডাল গোবিন্দ সিং মুন্ডা, কানাগু রাম মাহাতো, রঞ্জিত প্রমাণিক, বুধু সিং মুন্ডা, মঙ্গল সিং মুন্ডা, রমাকান্ত প্রমাণিক, মান গোবিন্দ সিং মুন্ডা, রামচন্দ্র সিং, চৈতন সিং মুন্ডা কার সেবক সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা

ময়নাগুড়ি ঃ একাধিক দাবি নিয়ে সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতি। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক করণে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন তারা। পাশাপাশি আধিকারিককে চার দফা দাবিতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। জানা যায়, একাধিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। তারা জানান, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা দের অন্যান্য উন্নত রাজ্যের ন্যায় অনারিয়াম ও এডিশনাল অনারিয়াম বৃদ্ধি করার দাবি জানান। এছাড়াও, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদের সিনিয়ারিটি ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ থাকলেও সেই নিয়ম বলবধ নেই সহায়িকাদের জন্য। দ্রুত এই পদোন্নতির ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন তারা। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আদেশ নামা এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ৫০ শতাংশ সুপারভাইজার শূন্য পদে যোগ্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পদোন্নতি দিতে হবে। এমনকি পোষণ অ্যাপস এর কাজের জন্য স্মার্টফোন, ইন্সেন্টিভ ও রিচার্জ এর খরচ দেওয়ার দাবি তুলেছেন সংগঠনের তরফে। মূলত এই চার দফা দাবিকে সামনে রেখে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেও তাদের একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন এদিন। তাদের অভিযোগ, মোবাইল ফোনের টাকা কেন্দ্র বরাদ্দ করলেও সেই টাকা এখনো পাননি কর্মীরা। এছাড়াও, মোবাইল রিচার্জের জন্য বরাদ্দ ১৬৬ টাকা। সেই টাকায় বর্তমানে রিচার্জ করা সম্ভব হয়না। এদিকে, খাবারের জন্য বরাদ্দ টাকা দিয়ে তা চালানো মুস্কিল বলে জানিয়েছেন। বর্তমান বাজারে ডিমের দাম ৭টাকার উর্ধ্বে হলেও সরকার থেকে সাড়ে ছয় টাকা বরাদ্দ করা হয়। এছাড়াও একাধিক সমস্যায় রয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। ইতিমধ্যেই বিগত কয়েক মাস যাবত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকে ডিজিটাল স্ট্রাইক শুরু করেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। যদিও এদিনের এই স্মারকলিপি জমার বিষয়ে শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক সুদীপ্ত তামাং জানান, যে দাবিগুলি ওনারা করেছেন সমস্ত বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের। এই স্মারকলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

তুফানগঞ্জ থেকে বক্সিরহাটে যাওয়ার পথে জোরাই মোড় এলাকায় যাত্রী বোঝাই একটি অটোতে আগুন

কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জ থেকে বক্সিরহাটে যাওয়ার পথে জোরাই মোড় এলাকায় যাত্রী বোঝাই একটি অটোতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। তড়ি ঘড়ি সেই অটো থেকে নেমে যান যাত্রীরা। পরবর্তীতে স্থানীয়রা দমকলে খবর দিলে বক্সিরহাট দমকল কেন্দ্র থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।

একদিকে যখন অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় সেই সঙ্গেই কোচবিহার জেলার টেঙ্গন মারি এলাকায় রাম মন্দিরেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল রামলালার

কোচবিহার ঃএকদিকে যখন অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় সেই সঙ্গেই কোচবিহার জেলার টেঙ্গন মারি এলাকায় রাম মন্দিরেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল রামলালার। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। উল্লেখ্য কোচবিহার ২ নং ব্লকের অন্তর্গত টেঙ্গন মারি ছড়ার কোটি এলাকায় অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে মাত্র ১৫ দিনে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে। এই মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই মন্দিরে ভিড় জমায় ভক্তরা। অযোধ্যার রাম মন্দিরের পাশাপাশি একইসঙ্গে এই রাম মন্দিরেও রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আলিপুরদুয়ারের ভাঙ্গাপুলে যথাযোগ্য মর্যাদায় রামমন্দিরে পুজো হল।সকাল থেকে বহু মানুষের ভীর এই রামমন্দিরে।পুজো শেষে অঞ্জলী দিলেন প্রান ভরে সাধারন মানুষ

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারের ভাঙ্গাপুলে যথাযোগ্য মর্যাদায় রামমন্দিরে পুজো হল।সকাল থেকে বহু মানুষের ভীর এই রামমন্দিরে।পুজো শেষে অঞ্জলী দিলেন প্রান ভরে সাধারন মানুষ।এখানে রামকীর্তন প্রসাদ বিতরন রয়েছে।সন্ধ্যে পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠান।শহরের বিশিষ্ট মানুষজন এক এক করে আসছেন এই মন্দিরে।স্থানীয় এক বিজেপি নেত্রী বলেন সকাল থেকে এখানে ছিলাম।আজ আমাদের সব চেয়ে আনন্দের দিন।প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যায় রামমন্দিরে উদ্বোধন হয়েছে।এখানে ও নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে।সামনে নির্বাচন সে জন্য নয়।

তৃনমূল নেতার পূজোর মাঝে আওয়াজ উঠলো জয় শ্রী রাম

জলপাইগুড়ি ঃ রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে রাম লালার পূজো পাঠের কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। আর এর পালটা কর্মসূচি নিতে দেখা গেলো জলপাইগুড়ি জেলার যুব তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জীকে। সোমবার বেলার দিকে জলপাইগুড়ি থানা মোড়ে তিনি জলপাইগুড়ি জেলা নাগরিক মঞ্চের জন ঐক্য যাত্রা নামে একটি মঞ্চ তৈরী করে সেখানে মমতা ব্যানার্জী ও অভিষেক ব্যানার্জীর ছবি সম্বলিত ব্যানার লাগিয়ে তার নিচে রাধাকৃষ্ণ, শিব,গনেশ, কালী এবং দেবী দুর্গার ফটো রেখে পূজোর আয়োজন করেন।কেনো এই পূজোর আয়োজন তা নিয়ে তিনি যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো স্কুল বাস। সেই বাস থেকে স্কুলের বাচ্চারা ক্রমাগত জয় শ্রী রাম ধ্বনি দিতে থাকে। ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়ে যান তৃনমূল নেতা সৈকত চ্যাটার্জী। এই বিষয়ে সৈকত চ্যাটার্জীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ভগবান রামকে রাজনীতি ও বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যাবহার করছে বিজেপি। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আজকের এই পূজোর আয়োজন করেছি। ওদের কাছে রাম মানে নাথুরাম। আর আমাদের রাম মানে ক্ষুদিরাম বলে মন্তব্য করেন তিনি। এর পালটা তোপ দেগেছেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী। তিনি বলেন আজকের বাচ্চা আগামীতে দেশ গড়বে। এরাও বোঝে ভগবান রামের মানে। কিন্তু এই ভন্ড তৃনমূল নেতারা প্রকাশ্যে ফেজ টুপি পড়ে রাজনীতি করে। আর পকেটে হনুমান চল্লিশা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর পাকিস্তানের দালালি করে।

হুগলির বাঁশবেড়িয়ার পৌরসভা এলাকার কলবাজারে ২২শে জানুয়ারি

হুগলিঃ হুগলির বাঁশবেড়িয়ার পৌরসভা এলাকার কলবাজারে ২২শে জানুয়ারি সোমবার রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তৈরী হচ্ছে ৫১ হাজার লাডডু।এই রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবার পর বাঁশবেড়িয়ার মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে।রবিবার সকালে বাঁশবেড়িয়া কলবাজার রাম মন্দিরের এক পুরোহিত একথা জানালেন।এই লাডডু তৈরির কাজে হাত লাগান এলাকার রাম মন্দিরের ভক্তেরা।

গোটা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহর সহ গ্রামীণ এলাকায় আনন্দে উৎসবে মেতেছে সাধারণ মানুষ

শিলিগুড়ি ঃ গোটা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহর সহ গ্রামীণ এলাকায় আনন্দে উৎসবে মেতেছে সাধারণ মানুষ। অয্যোধা রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে উল্লাসে মাতলেন খড়িবাড়িবাসী। সোমবার খড়িবাড়ি কালি মন্দির থেকে একটি বিশাল শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি খড়িবাড়ি বাজার , কদমতলা মোড় হয়ে কল্যাণ আশ্রমে হয়ে পুনরায় খড়িবাড়ি কালি মন্দির শেষ হয়। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ঐতিহাসিক মূহুর্তে শোভাযাত্রার মাধ্যমে উদযাপনে মেতে ওঠেন রামভক্তরা। গোটা দেশবাসী মতো আমরা অনেক খুশি বলে জানান কালি মন্দির কমিটির সদস্য ইন্দ্রনীল জসওয়াল। এদিন শোভাযাত্রা ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয় পুলিশ

অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের শুভলগ্নে, পুরাতন মালদা পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের হালদার পাড়া এলাকায় সাংসদ এবং বিধায়কের উপস্থিতিতে একটি নগর কীর্তন পরিক্রমা হয়। পাশাপাশি এই শুভ লগ্নে এই হালদার পাড়া রাধা গোবিন্দ মন্দিরে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কমিউনিটি হলের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

সংহতিযাত্রায় পা মিলিয়েছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে

কলকাতা ঃ একদিকে যখন অযোধ্যায় বহু বিতর্কিত রাম মন্দিরের উদ্বোধন ঠিক তখনই সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা নিয়ে রাজ্যজুড়ে সংহতি যাত্রার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যো পাধ্যায়। একদিকে যখন অযোধ্যায় বহু বিতর্কিত রাম মন্দিরের উদ্বোধন ঠিক তখনই সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা নিয়ে রাজ্যজুড়ে সংহতি যাত্রার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যো পাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিটি ব্লকে সর্ব ধর্মের মানুষদের নিয়ে সকাল থেকেই শুরু হয়েছে সংহতি যাত্রা।

সেই মতন আজ সাগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে সংহতি যাত্রা। এই সংহতিযাত্রায় পা মিলিয়েছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাগর ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ। পাশাপাশি এই সংহতিযাত্রায় পা মিলিয়েছে সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। সকাল দশটার সময় সাগরের চৌরঙ্গী বাজার থেকে এই সংহতি যাত্রা শুরু হয় এবং এই সংহতি যাত্রা সাগরের রুদ্রনগর বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে মসজিদ এবং গির্জাতে জ্বলবে মোমবাতি ও প্রদীপ এমনটাই জানালেন নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের আরবান্দী ২ নম্বর পঞ্চায়েতের সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল সভাপতি আশরাফ শেখ ও শান্তিপুর ব্লকের ভারতীয় জনতা

নদিয়া ঃ রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে মসজিদ এবং গির্জাতীয় জ্বলবে মোমবাতি ও প্রদীপ এমনটাই জানালেন নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের আরবান্দী ২ নম্বর পঞ্চায়েতের সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল সভাপতি আশরাফ শেখ ও শান্তিপুর ব্লকের ভারতীয় জনতা পার্টির সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা সভাপতি জোসেফ মন্ডল। তারা জানান সোমবার অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেই আনন্দেই মেতে উঠেছে গোটা দেশবাসী। শুধু হিন্দু ধর্মালম্বী মানুষেরাই নয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও এতে খুশি । আর সেই কারণেই মন্দিরের পাশাপাশি শান্তিপুরের জামে মসজিদ এবং ক্যাথলিক চার্চেও জ্বলে উঠবে প্রদীপ এবং মোমবাতি। তারা জানান ইতিমধ্যেই প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে অক্ষত চাল বিতরণ করা হয়েছে ও অনুরোধ করা হয়েছে বাড়িতে পাঁচটি করে প্রদীপ জ্বালাতে ।

রামমন্দির উদ্বোধনের সময় পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে লোডশেডিং এর আশঙ্কা প্রকাশ করে টুইট বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের

বালুরঘাট ঃ রামমন্দির উদ্বোধনের সময় পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে লোডশেডিং এর আশঙ্কা প্রকাশ করে টুইট বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। শুধু তাই নয়, ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে রাজ্য সরকারকে লোডশেডিং না করবার আবেদনও জানিয়েছেন সুকান্ত। সোমবার সকালে বালুরঘাট শহরজুড়ে একাধিক রাম পূজোর উদ্বোধন করতে এসে সংবাদমাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে এমনটাই জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

কুয়াশার দাপট শুরু হতেই গরু পাচারকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে মালদার সীমান্তে

বামনগোলা ঃ কুয়াশার দাপট শুরু হতেই গরু পাচারকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে মালদার সীমান্তে। রবিবার বামনগোলার পাকুয়ার গাঙ্গুরিয়া গ্রামে দুই বাংলাদেশীকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসীরা। সোমবার পুলিশ ধৃত দুই বাংলাদেশি মহম্মদ আব্বাস আলি এবং মহম্মদ সাহেবকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা বাংলাদেশের দুয়ারপুর ও কমলডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। তারা বেআইনি ভাবে এপাড়ে চলে আসে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, ধৃতেরা পাচারের সঙ্গে যুক্ত।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

अबुआ आवास सबका आवास

अबुआ आवास योजना

के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह

20 लाख से अधिक लाभुकों को मिलेगा अबुआ आवास

मुख्य अतिथि

श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

विशिष्ट अतिथि

श्री अर्जुन मुण्डा
माननीय केंद्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य एवं कृषि और किसान कल्याण, भारत सरकार - सह - सांसद, खूंटी लोकसभा क्षेत्र

श्री आलमगीर आलम
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज तथा संसदीय कार्य विभाग

श्री सत्यानंद भोक्ता
माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

गरिमामयी उपस्थिति

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा
माननीय विधायक, खूंटी

श्री कोचे मुण्डा
माननीय विधायक, तोरपा

श्री विकास कुमार मुण्डा
माननीय विधायक, तमाड़

दिनांक : 23 जनवरी 2024 | समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान: NHPC मैदान, तोरपा, खूंटी

₹2 लाख की सहायता प्रति आवास

तीन कमरों का पक्का मकान, रसोई घर और शौचालय का भी निर्माण

वर्ष 2027 तक सभी जरूरतमंद लोगों को मिलेगा अबुआ आवास

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

মেটাভার্স কি হতে চলেছে ভবিষ্যতের অন্ধকার জগৎ

মনে হতে পারে, যে জিনিসের বাস্তবে অস্তিত্বই নেই, সে জিনিসের এত গুরুত্ব কেন। ব্যাপারটি সম্ভবত বাস্তব অবাস্তবের নয়, ব্যাপারটি হলো অনুভূতির। আমরা যে স্বপ্ন দেখি, সেটি কিন্তু বাস্তবে ঘটে না, তবু সেটির প্রভাব থাকে স্বপ্ন দেখে মানুষ আনন্দিত হয়, ব্যথিত হয়। একইভাবে আলোচিত ভার্চুয়াল জগৎ বা মেটাভার্স প্রভাব রাখতে পারে অনুভূতিতে, কারণ হতে পারে আনন্দ বেদনার। ১৯৯২ সালে নিল স্টিভেনসনের স্নো ক্র্যাশ নামক কল্পবিজ্ঞান বইয়ের মাধ্যমে প্রথম আসে 'মেটাভার্স' শব্দটি। জনপ্রিয়তা লাভ করে ২০২১ সালে 'ফেসবুক' নাম পরিবর্তন করে 'মেটা' রাখার পর। 'মেটা' ও 'ইউনিভার্স' শব্দের সমন্বয়ে তৈরি মেটাভার্সের শাব্দিক অর্থ করলে দাঁড়ায় 'মহাবিশ্বের বাইরে'। কোন দেশের আইন প্রয়োগ হবে সেখানে ঘটে যাওয়া অপরাধের? হঠাৎ করে বাস্তব আর ভার্চুয়াল জগতের পার্থক্য করতে না পারায় সৃষ্ট সমস্যারই বা কী হবে সমাধান। বাস্তবের পৃথিবীর অন্ধকার জগতের যে অপরাধ, কী করে ভার্চুয়াল জগতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা। প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, ইন্টারনেটের পরবর্তী রূপ হলো মেটাভার্স। মূলত আমাদের বাস্তব পৃথিবীর মতো ত্রিমাত্রিক আবহ

সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটিতে ব্যবহৃত হয় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) হেডসেট, অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) লেন্স সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হয় ব্লকচেইন, আইওটি, এআই, এনএফটির মতো প্রযুক্তি। কৃত্রিম উপায়ে অনুভূতি সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয় হ্যাপটিকস, গ্লাভস, ভেস্ট, বডি ট্র্যাকিং স্যুটসহ নানাবিধ প্রযুক্তি। বর্তমানে অনলাইন গেমের কারণে এটি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। বলা হয়ে থাকে যে ডিজিটাল (ভার্চুয়াল) আর ফিজিক্যাল (বাস্তব) পৃথিবীর সেতুবন্ধ করে দিচ্ছে এই প্রযুক্তিগুলো। এমন একটি গেমের উদাহরণ দেওয়া যাক, যে ধরনের কাজ এখন বাংলাদেশেই হচ্ছে। ভার্চুয়াল হেডসেট পরার পর দেখা গেল, একটি ক্রিকেট মাঠের পিচে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। এক প্রান্ত থেকে বল করার জন্য এগিয়ে আসছে ভার্চুয়াল বোলার, এ প্রান্তে আপনার হাতে আছে ব্যাট। বোলার বল করতেই আপনি ব্যাট চালালেন, শুনতে পেলেন দারুণ টাইমিং হওয়ার শব্দ। বল উড়ে গিয়ে পড়ল গ্যালারিতে। দর্শকেরা তুমুল করতালির মাধ্যমে আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। ভার্চুয়াল জগৎ আর বাস্তব জগৎ মিলিয়ে কীভাবে গেমটি তৈরি করা হলো, সেটি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন। বোলার ও তার বল কৃত্রিম বা ভার্চুয়াল ব্যাটসম্যান অর্থাৎ, আপনি ও আপনার ব্যাট বাস্তব বা ফিজিক্যাল। এগুলোর সঙ্গে আরও যুক্ত করা যাবে ব্যাট দিয়ে বল মারার সময় আপনার হাতে ঝাঁকুনি দেওয়া, বল কানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাতাসের শব্দ দেওয়া, ইত্যাদি। এসব আয়োজন সৃষ্টি করে 'উপস্থিতির অনুভূতি', যেটি আসলে মেটাভার্সের গুরুত্বপূর্ণ এক বৈশিষ্ট্য। মেটাভার্সে সাধারণত ব্যবহারকারীর ভার্চুয়াল প্রতিকৃতি বা অ্যাভাটার থাকে। বিভিন্ন ব্যবহারকারী নিজেদের অ্যাভাটারের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, বিভিন্ন কার্যকলাপ করবে। বাস্তবের পৃথিবীতে বাংলা থেকে চাইলেই মুহূর্তের মধ্যে কেউ আমেরিকায় বসে থাকা বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। কিন্তু ভার্চুয়াল জগতে একজনের অ্যাভাটার বাংলা থেকে মুহূর্তেই চলে যেতে পারবে আরেকজনের অ্যাভাটারের কাছে। বাস্তবের মানুষ যা করবেন, অ্যাভাটারও সেটি নকল করবে। প্রশ্ন হলো, অ্যাভাটারদের সাক্ষাৎ হওয়ার পর ভিআর হেডসেট পরে থাকা বাস্তবের মানুষদের অনুভূতিতে সে সাক্ষাৎ কতটুকু নাড়া দিতে পারবে। ইন্টারনেট যেমন অনেকগুলো নেটওয়ার্কের সংযোগে তৈরি একক একটি ব্যবস্থা, একইভাবে ভার্চুয়াল জগৎগুলোর সমন্বয়ে একক মেটাভার্স ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে। এর অনেকাংশই এখনো শুধু তাত্ত্বিকভাবেই আলোচিত হলেও পৃথিবী কিন্তু সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। মেটার সিইও মার্ক জাকারবার্গের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে এক বিলিয়ন মেটাভার্স ব্যবহারকারী। যুক্তরাজ্যে হওয়া এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জীবদ্দশায় প্রায় ১০ বছর কাটাবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মেটাভার্সে, দৈনিক হিসাবে যেটি প্রায় ৩ ঘণ্টা। ৫ থেকে ১০ বছর বয়সীদের শতকরা ২১ ভাগের কাছে ইতিমধ্যে ভিআর হেডসেট আছে এবং জন্মদিন বা বড়দিনের জন্য তারা সে ধরনের উপহারই চাইতে শুরু করেছে।

জানা অজানা

ইংরেজি মাধ্যমে ঝোঁক এবং শিক্ষার বেসরকারীকরণ বাড়বে

২০২৪ সালের শিক্ষাবর্ষের জন্য স্কুলে ভর্তির পরিসংখ্যানে এটা স্পষ্ট হচ্ছে, বাংলা মাধ্যম কিন্ডারগার্টেন থেকে অধিক হারে শিশুদের ব্রিটিশ কারিকুলাম স্কুলে সরিয়ে নিচ্ছেন অভিভাবকেরা। নতুন শিক্ষাক্রমের অনিশ্চয়তা অধিকসংখ্যক শহুরে শিক্ষার্থী ইংরেজি মাধ্যমে চলে যাবে। নতুন শিক্ষাক্রম দিয়ে সরকার আসলে শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের গতি বাড়িয়েছে। কেননা, শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে চায় না সরকার। একটা সময় আসছে, যখন এ দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাও বিদেশে পাড়ি জমাবে স্কুল কলেজে পড়ার জন্য। সাধারণ মানুষ চান তাঁর সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ। বাংলা মাধ্যমের সাধারণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখার সঙ্গে দক্ষতা ও চাকরির সুযোগ কমে গেছে। এতে মানুষ আগ্রহ ও আস্থা হারাচ্ছেন। বাংলা মাধ্যমে মানুষ নতুনভাবে আরেক দফা আগ্রহ হারালে একদিকে সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা যেমন ইংরেজি মাধ্যমে কিংবা বিদেশে পাড়ি দেবে, তেমনি সাধারণ কিংবা গরিবের সন্তানেরা মাদ্রাসায় যাবে। কোচিং ও প্রাইভেটনির্ভরতা এত বেড়েছে যে ক্লাসরুম থেকে পড়ালেখা উঠে গেছে। আইন করে একতরফাভাবে কোচিং বন্ধ করা যদিও বেশ সমস্যা, তথাপি শ্রেণিশিক্ষাকে প্রায় শতভাগ অকার্যকর করে দিয়ে এই যে প্রাইভেট কোচিংকে শিক্ষার প্রধান স্তম্ভ করা হয়েছে, এটা আরও বেশি সমস্যা। অন্তত খরচের কারণেও স্কুলে ভর্তি কমেছে, বিপরীতে মাদ্রাসায় বেড়েছে। পাশাপাশি স্কুলে নৈতিক শিক্ষার মান এত নিম্নপর্যায়ে যে অভিভাবকদের কেউ কেউ নিজের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা উপলব্ধি করেও মাদ্রাসাশিক্ষার দিকে ঝুঁকছেন। বাংলা মাধ্যমের স্কুলশিক্ষার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিয়েছে 'শিক্ষার খরচ বহন করতে না পারা'র বিষয়টা। যেহেতু শ্রেণিশিক্ষা উঠে গেছে, তাই ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট ও কোচিং করতে হয়। শিক্ষাকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়ায় একজন শিক্ষার্থীর জন্য পরিবারের খরচ বেড়ে চলেছে অসহনীয়ভাবে।

অযোধ্যায় নতুন মসজিদ নির্মাণের কাজ এখনও শুরু হয়নি কেন?

ধান্নিপুর গ্রামটি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা শহর থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
ছোট ছোট বাড়ি, কিছু দোকান, কয়েকটা মসজিদ এবং একটা মাদ্রাসা সর্বসাকুল্যে এগুলোই চোখে পড়ে স্বল্প বসতির এই গ্রামটিতে।
এই গ্রামে ঢুকতেই রাস্তার পাশে বেশ বড় একটি খালি জায়গা চোখে পড়ে। সেখানে কয়েক জন যুবক ক্রিকেট খেলছে এবং

ভিষ্ণু স্বরূপ
প্রাবন্ধিক

একজন ছাগল চরাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে হয়তো জায়গাটি সাধারণ মনে হতে পারে, কিন্তু সামনে স্থাপিত একটি ফলক এর আসল চেহারা তুলে ধরছে। সেখানের বোর্ডে একটি ভবনের ছবি রয়েছে, যাতে লেখা 'ইন্দো ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন'।
২০১৯ সালে অযোধ্যা মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের বিতর্কিত জায়গাটি একটি ট্রাস্টকে দেওয়া যেতে পারে এবং সেখানে একটি রাম মন্দির তৈরি করা যেতে পারে।
একইভাবে, উত্তরপ্রদেশের সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে বলা হয় যে, তাদেরকে পাঁচ একর জমি দেওয়া হবে, যেখানে তারা একটি মসজিদ তৈরি করতে পারবে।
মূলত ঃএটাই সেই জমি। আর মসজিদটি নির্মাণের জন্য ওয়াকফ বোর্ডের তৈরি করা সংস্থাই হচ্ছে 'ইন্দো ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন'।
'রামাজন্মা ভূমি তীর্থক্ষেত্র ফাউন্ডেশন' যখন বাবরি মসজিদের বিতর্কিত জায়গাটিতে রাম মন্দির নির্মাণে ব্যস্ত এবং মন্দিরের প্রথম ধাপের কাজ প্রায় শেষ করতে চলেছে, তখন মসজিদ নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে কাজ শুরুর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।
যদিও ইতিমধ্যে ওই জমিতে বেশ আগে নির্মিত পুরানো একটি দরগা সংস্কার করা হয়েছে।
এর দেয়ালের গায়ে সংযুক্ত একটি ছবিতে নির্মিতব্য মসজিদের অবকাঠামো দেখানো হয়েছে। সেখানে মসজিদটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে 'মসজিদ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ'।
বিবিসি যখন ধান্নিপুর গ্রামে গিয়েছিল, তখন সেখানকার বাসিন্দারা মসজিদের অবস্থান কিংবা শহরের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি।
এমনকি, গণমাধ্যমকর্মী জানতে পেরে রাস্তা ঘুরাফেরা করতে থাকা কয়েকজনকে দ্রুত বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে দেখা গেছে।
মসজিদের কাজ শুরু হয়নি কেন?
অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের জমি নিয়ে বিরোধের মামলার বাদী ছিলেন ইকবাল আনসারি। মূলতঃ তার বাবা হাশিম আনসারিই একই মামলার বাদী ছিলেন। ২০১৬ সালে তার মৃত্যুর পর মি. ইকবাল মামলাটি চালিয়ে যান।
মি. ইকবাল বর্তমানে নির্মাণাধীন রাম মন্দিরের খুব কাছেই একটি ছোট বাড়িতে থাকেন। দু'জন সশস্ত্র পুলিশ সদস্য এখন তাকে সার্বক্ষণিকভাবে নিরাপত্তা দেন।
বাড়ির বসার ঘরে ঢুকতেই দেওয়ালে মি. ইকবালের বাবার ছবি এবং বাবরি মসজিদের একটি ছবি আমাদের স্বাগত জানায়।
গণমাধ্যমকর্মীরা রীতিমত তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।
সাক্ষাৎকার শেষ করে তিনি আমাদের সাথে কথা বলতে শুরু করেন। বরাদ্দকৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার বিষয়ে তার হতাশার কথা শোনান।
জমি ওয়াকফ বোর্ডকে বরাদ্দ করা হয়েছে। সেখানে মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব তাদের। এ জন্য তারা একটি ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছেন। কিন্তু এরপর আর কোনো অগ্রগতি হয়নি। ভারতের মুসলমানরাও এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করে না, বলেন মি. ইকবাল।
তিনি দাবি করে যে, তার বাবা মি. হাশিম যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন বাবরি মসজিদের দেখাশোনা করেছেন।
কাজেই তিনি চাইলে কোনো কথা না বলে চুপচাপ মসজিদের জমিতে ফসল চাষ করতে পারতেন এবং আশপাশের হিন্দু মুসলিমদের সাথে সেই ফসল ভাগ করে নিতে পারতেন।
তিনি বলেন, সেখানে মুসলমানরা নতুন মসজিদ নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন, কারণ তাদের পর্যাপ্ত সংখ্যক মসজিদ রয়েছে।
'মসজিদের বিকল্প নেই'
মুসলমানদের আরেক একজন প্রতিনিধি হলেন অযোধ্যার বাসিন্দা খালিক আহমেদ খান। তিনি বাবরি মসজিদের মামলাটির দিকে বেশ কাছ থেকে লক্ষ্য রেখেছিলেন।
মি. খালিদ বিবিসিকে বলেছেন যে, মুসলমানরা নতুন মসজিদ নির্মাণে খুব বেশি আগ্রহী নন।
ইসলামী শরিয়া আইন এবং ওয়াকফ বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, একটি মসজিদকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো যাবে না এবং একটি মসজিদকে অন্য কোনো মসজিদ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যাবে না।
ইসলামী আইন অনুযায়ী, কোনো মসজিদের জায়গা পরিবর্তন করা, বন্ধক রাখা বা একটি মসজিদের পরিবর্তে অন্য মসজিদ নেওয়া জায়েজ নয়।
এটি অনুযায়ী, বাবরি মসজিদের জায়গায় অন্য কোনো মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। আর এ জন্যই, মুসলমানরা নতুন মসজিদ নির্মাণের ঘোষণায় আগ্রহী নন, তিনি বলেছিলেন।
তবে তিনি এটাও বলেন যে, নতুন মসজিদ নির্মাণের যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেটার বিরুদ্ধেও কেউ দাঁড়ায়নি।
নির্মাণ কাজ শুরু হবে কবে?
এ বিষয়ে আমরা মসজিদটির ট্রাস্টের সেক্রেটারি আত্তার হুসাইনের সাথে কথা বলেছিলাম, যিনি উত্তর প্রদেশ রাজ্যের রাজধানী লখনৌতে বসবাস করেন।
তিনি আমাদের বলেন যে, মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে পর্যাপ্ত তহবিল না থাকা।
তিনি এটাও বলছিলেন যে, ওয়াকফ বোর্ডকে দেওয়া ওই জমিতে মসজিদ ছাড়াও একটি বিনামূল্যের ক্যান্সার হাসপাতাল, একটি কমিউনিটি ক্যান্টিন এবং ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধের স্মরণে একটি জাদুঘর স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।
কিন্তু আমরা যত দ্রুত তহবিল পাবো বলে আশা করেছিলাম, তত দ্রুত পায়নি। তাই এবার আমরা তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতি পরিবর্তন করেছি, বলেন মি. হুসেন।
তিনি আরও বলেন যে, ফাউন্ডেশনের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে মসজিদের নকশায় পরিবর্তন আনা হয়েছে।
আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলেও জানান তিনি।
'বাবরি মসজিদের বিকল্প নয়'
'একটি মসজিদ আরেকটি মসজিদ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হতে পারে না' এমন ধারণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন যে, নতুন মসজিদটি বাবরি মসজিদের কোনো বিকল্প নয়।
মি. হুসেন বলছিলেন যে, ইসলামী আইনশাস্ত্র 'ফিকাহ' কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, সে বিষয়ে আলেমদের একাধিক মত রয়েছে।
তিনি এটাও বলেন যে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কোথাও ওই পাঁচ একর জমিকে বাবরি মসজিদের বিকল্প হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি।
এছাড়া নতুন মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে মুসল্লিদের মধ্যে আগ্রহ না থাকার দাবির বিষয়েও তার কাছে জানতে চেয়েছিল বিবিসি।
তখন তিনি জানান, প্রথমদিকে কিছুটা প্রতিরোধ থাকলেও এখন নতুন মসজিদ এবং এর আশপাশে উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে মুসল্লিদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয় রূপ

সুনীল কুমার দে

জানুয়ারী মানুষে দুই মহামানবের জন্মদিন।১২ ই জানুয়ারী বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন যিনি দেব মানব ছিলেন আর ২৩ শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর দিনে দিন যিনি মহামানব ছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ একজন যুক্তিবাদী,ঈশ্বর পিপাসু,ধর্মপ্রাণ, সত্য সন্ধানী,মানব প্রেমী,দেশ ভক্ত, মহাজ্ঞানী, তেজস্বী,বীর্যবান, আত্ম বিশ্বাসী,নির্ভীক সন্ন্যাসী ছিলেন
অন্য দিকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র ও একজন সত্য সন্ধানী,ধর্ম প্রাণ,ঈশ্বর বিশ্বাসী,মানব প্রেমী,দেশ ভক্ত, তেজস্বী, নির্ভীক, সাহসী, সংগ্রামী,বীরযোদ্ধা,স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।একজন বিদ্রোহী সন্ন্যাসী আর একজন বিদ্রোহী দেশের মহানায়ক।স্বামীজীর দেশের জন্য ও দেশবাসীর জন্য প্রাণ কাঁদতো,নেতাজীর ও দেশের স্বাধীনতা ও দেশ বাসীর জন্য প্রাণ কাঁদতো।স্বামীজীর কাছ থেকে নেতাজী দেশ কে ভালো বাসতে শিখে ছিলেন।স্বামীজীর বই পড়ে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন।একদা সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে পর্য্যন্ত গেছিলেন।স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেশের কাজ করার জন্য নেতাজী কে দিশা নির্দেশ দিয়েছিলেন।স্বামীজীর মতো নেতাজী ও যুবকদের ভালোবাসতেন ,মানুষ হওয়ার কথা ও চরিত্র নির্মাণের কথা বলতেন।স্বামীজী ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আত্ম সমর্পন করেছিলেন আর নেতাজী স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আত্ম সমর্পন করেছিলেন।নেতাজী বলেছেন,,,শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমি যে কত ঋণী তা ভাষায় কি করে প্রকাশ করবো।তাঁদের পুন্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ।নিবেদিতার মতো আমি ও মনে করি যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ।আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হতেন অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরু পদে বরণ করতাম।যাই হউক যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন রামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত হয়ে থাকবো এ কথা বলা বাহুল্য।নেতাজী সারা জীবন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানদের তিনি হয়েই ছিলেন।তিনি নিয়মিত রামকৃষ্ণ মিশন যেতেন।স্বামীজীর আদর্শ কে তিনি আত্মস্বাত করেছিলেন।স্বামীজীর দেশপ্রেম,সেবা ত্যাগ,মানব প্রেম,ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ কে গ্রহণ করেছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ সারা বিশ্বের ভাব বদলে কে বদলে দেওয়ার জন্য একশত যুবক চেয়েছিলেন।আর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বলতেন,,আমি বিবেকানন্দের একশত যুবকের একজন।স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র দেশ ভক্তির জমাট বাঁধা রূপ।স্বামীজী ভারত আত্মা আর নেতাজী ভারতের মহানায়ক,প্রকৃত পক্ষে জাতির জনক।নেতাজী সুভাষ চন্দ্র প্রকৃত পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয় রূপ।

সাময়িকী

শীতকালে শিশুদের ডায়রিয়া কেন হয়?

মরিয়ম সুলতানা
প্রাবন্ধিক

'কালকে সারারাত সারাদিন ওর জ্বর ছিল। সকাল থেকে চারবার বমি করছে। কিচ্ছু খেয়ে পেটে রাখতে পারতেছে না আমার মেয়েটা। তাই, ফজরের আজানের আগেই গাড়িতে কইরা নিয়া আসছি এখানে।'
গত ১৬ই জানুয়ারি বেলা ১২টার দিকে স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআর, বি প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে এভাবেই মেয়ের অসুখের কথা বর্ণনা করছিলেন ফাতেমা বেগম। তিনি বলেন, দুইদিন ধরেই তীব্র জ্বরে ভুগছিলো তার দুই বছরের কন্যাশিশু কারিশমা। সেইসাথে, গতরাতে যোগ হয়েছে ক্রমাগত বমি এবং পেট খারাপ।
কিন্তু, অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাওয়ায় এদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই কারিশমাকে নারায়ণগঞ্জ থেকে রাজধানীর মহাখালীতে অবস্থিত এই হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার স্বজনরা। কারিশমা'র জায়গা হয়েছে হাসপাতালটিতে ভর্তি অন্যান্য ডায়রিয়া রোগীর সাথে। এই রোগীদের বেশিরভাগই শিশু, যাদের অধিকাংশের বয়সই পাঁচ বছরের কম।
সাধারণত শীতকালে অনেক শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। এ বছরটিও তার ব্যতিক্রম নয়। শীত শুরুর সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হাসপাতালগুলোয় এখন ডায়রিয়া রোগীদের ভিড়। আইসিডিডিআর, বি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনযায়ী, বর্তমানে যারা ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে এই হাসপাতালটিতে ভর্তি আছেন, তাদের ৬০-৭০ শতাংশই হলো শিশু এবং মাত্র ৩০ শতাংশ হলো প্রাপ্তবয়স্ক। বিদায়ী বছরের শেষ এক সপ্তাহে দৈনিক গড়ে প্রায় ৭০০ জন ডায়রিয়া রোগী চিকিৎসা নিতে এসেছিলো এই হাসপাতালে। তারপর ধীরে ধীরে সংখ্যা কিছুটা কমে এসেছে। কিন্তু, চলতি মাসের মতো ডিসেম্বরেও ডায়রিয়া আক্রান্তদের সিংহভাগই ছিল শিশু। প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত বিজ্ঞানী ডা. লুবাবা শাহরিন বলেন, গত নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে অনেক বেশি রোগী ছিল। তখন শীতও এখনকার চেয়ে কম ছিল। অর্থাৎ, তীব্র শীত আসার আগে থেকেই ডায়রিয়ার প্রকোপ বাড়তে শুরু করেছিলো। ঐ সময় প্রতিদিন গড়ে ৭৫০-৮০০ জন রোগী এসেছে। তবে, অনেক বেশি শীত পড়ায় এখন ডায়রিয়া রোগীর পরিমাণ কমে গেছে বিষয়টা কিন্তু মোটেও এমন না। তীব্র শীতের সময়ের আগে থেকেই এই প্রকোপ শুরু হতে পারে। মূলত, আবহাওয়া যখন মোটামুটি শুষ্ক হওয়া শুরু করে, শীতটা আসা শুরু করে, তখনই এই ডায়রিয়া আউটব্রেক বেশি হয়।
দেশে বছরের দুই সময়ে ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। প্রথমটি হলো, বর্ষার আগে আগে। অর্থাৎ, যখন তাপমাত্রা অনেক উত্তপ্ত থাকে। এরপর, শীতের আগে আগে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে দ্বিতীয় দফায় ডায়রিয়ার প্রকোপ বাড়া শুরু হয় এবং পুরো জানুয়ারি পর্যন্ত তা চলমান থাকে। শীতকালীন এই ডায়রিয়ার প্রধান কারণ হলো কিছু ভাইরাস, যার মাঝে রোটা ভাইরাস অন্যতম। ডা. লুবাবা বলেন, শীতকালে যে আউটব্রেক দেখি, তা ভাইরাসের জন্য। এর মাঝে রোটা ভাইরাস অন্যতম। এছাড়া, আরও অনেকগুলো ভাইরাস আছে। যেগুলোর লক্ষণ রোটা ভাইরাসের মতোই। শীতকালীন ডায়রিয়ার পেছনে যে কেবল রোটা ভাইরাসই দায়ী, এ কথা বলার কোনও সুযোগ নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা কখনোই এটা খুঁজে বের করিনি যে এই ডায়রিয়াটা রোটা দিয়ে হচ্ছে, নাকি অন্যকিছু দিয়ে হচ্ছে। কারণ, এর একটা কমন প্যাটার্ন আছে। তা হলো, যেকোনও ভাইরাস দিয়েই আক্রান্ত হোক না কেন, এটা সেলফ লিমিটিং অর্থাৎ, নিজে নিজে ভালো হয়ে যাওয়া। সামগ্রিকভাবে শীতকালের এমন ডায়রিয়াকে 'ভাইরাল ডায়রিয়া' বলা যেতে পারে বলে জানান মিজ শাহরিন। শীতকালে হলে সেটাকে ভাইরাল ডায়রিয়া বলা যায়। এই ডায়রিয়ার পেছনের কারণগুলোর মাঝে রোটা ভাইরাস অন্যতম প্রধান ভাইরাস। তবে ডায়রিয়াটা এডিনো বা অ্যাস্ট্রো ভাইরাসের কারণেও হতে পারে। শীতকালে অনেকের ঠান্ডা জ্বর হলেও ভাইরাসজনিত ডায়রিয়ায় গায়ে জ্বর খুব বেশি থাকে না। কিন্তু কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষণ আছে, যা দেখলে বোঝা যাবে যে ব্যক্তির ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছে। যেমন
হালকা কাশি
নাক দিয়ে পানি পড়া
সামান্য জ্বর (১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো)
থেমে থেমে বমি
মলে জলীয় অংশের আধিক্য
সবশেষ লক্ষণ দু'টো যখন দেখা যাবে, তখন বুঝতে হবে যে সে ভাইরাল ডায়রিয়াতে আক্রান্ত হয়েছে।
এক্ষেত্রে, সাধারণত হাতে ময়লা থাকলে বা হাত না ধুয়ে বাচ্চাকে খাবার খাওয়ালে ভাইরাল ডায়রিয়া হয়। তবে রোগীকে যদি পরিপূর্ণ যত্ন এবং চিকিৎসা প্রদান করা হয়, তাহলে এই ভাইরাল ডায়রিয়া সাত দিনের মাথায় ভালো হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ডায়রিয়ার মাঝে কিছু পার্থক্য আছে বলে জানান মিজ শাহরিন। শীতকালে বাচ্চা মৃদু অসুস্থতা নিয়ে আসে। এইসময় বাচ্চার পানিশূন্যতা কম থাকে। এর অর্থ, বাচ্চাকে বাসায় রেখে যদি স্যালাইন ঠিকমতো খাওয়াই, তখন হাসপাতালে আনার মতো অবস্থা হবে না। কিন্তু গরমকালে ডায়রিয়া হলে অনেক বাচ্চার মারাত্মক পানিশূন্যতা থাকতে পারে। কারণ, এসময় বাচ্চা অনেক বেশি ঘেমে যায়। তাই, গরমকালে ডায়রিয়া হলে সেটা অনেক বেশি দুশ্চিন্তার। ডা. লুবাবা শাহরিন বলেন, ভাইরাল ইনফেকশন শিশুদের মাঝে খুব সাধারণ এক রোগ। দুই বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চারা দুই চার বার এরকম ভাইরাল ইনফেকশনে ভোগে। এতে করে তার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তাই। এটা নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নাই। তাই, উপরের ঐ লক্ষণগুলো দেখা গেলে রোগীকে ঘরে রেখেও চিকিৎসা প্রদান করা যায়। কিন্তু কিছু লক্ষণ আছে, যেগুলোকে 'ডেঞ্জার সাইন' বা বিপদ সংকেত বলা হয়। সেগুলো থাকলে রোগীকে, বিশেষ করে শিশুদেরকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বাচ্চা এক ঘণ্টার মাঝে তিন বারের বেশি বমি করলে তাকে হাসপাতালে নিতে হবে। অর্থাৎ, যদি বাচ্চাকে কিছুই খাওয়ানো না যায়। এমনকি, যসি সে মুখে স্যালাইনও না রাখতে পারে।বাচ্চা একদম নেতিয়ে পড়ে আছে। তার খাওয়ার কোনও শক্তি নেই। বাচ্চার খিঁচুনি হচ্ছে এবং হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে।
করণীয় কী?
রোগীকে বাড়ি বা হাসপাতাল, যেখানেই রাখা হোক না কেন কিছু চিকিৎসা অত্যাবশ্যকীয়। যদি জ্বর থাকে, জ্বরের ঔষধ দিতে হবে সর্দিতে যদি নাক বন্ধ থাকে, তবে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে বাচ্চা শ্বাস নিতে পারে

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বহু প্রতীক্ষিত ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্তে রাজ্যবাসীর কাছে বিশেষ আবেদন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

মঙ্গলবার শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা, মঙ্গলবার কার্যালয় বেলা ২ টা পর্যন্ত বন্ধ, বিকেল ৪ টা পর্যন্ত মাছ মাংসের দোকান বন্ধের পাশাপাশি রেস্টুরেন্টে আমিষ খাবারে নিষেধাজ্ঞা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে সারা বিশ্ব। ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সংক্রান্তে রাজ্য বাসীর কাছে বিশেষ আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্যসূচি সম্পূর্ণ হওয়ার পর বাড়ির মহিলারা যেন নিজের বাড়িতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। তাছাড়া মহিলারা যেন সন্ধ্যায় নামঘরে গিয়ে ভগবানের নাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করেন সেই আব্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। হলে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে এই মহোৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য রাজ্য বাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আর মাত্র একদিন পর ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্যসূচি অযোধ্যার রাম মন্দিরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অসমের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নীতি নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র রাজ্য বাসের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বেসরকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এক্ষেত্রে সরকার তরফে কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা করেছেন। একইভাবে, সরকারি কার্যালয় বেলা ২ টা পর্যন্ত বন্ধ, বিকেল ৪ টা পর্যন্ত মাছ মাংসের দোকান বন্ধের পাশাপাশি রেস্টুরেন্টে আমিষ খাবারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনের মিডিয়া সেন্টারে রবিবার আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠক সম্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্যসূচি অনুসারে প্রতিটি ধার্মিক স্থলে স্বচ্ছতা অভিযানের আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই হিসেবে অসমের প্রতিটি ধার্মিক স্থলে এই স্বচ্ছতা অভিযান চালানো হয়েছে। তবে শুধুমাত্র হিন্দুদের মন্দির কিংবা নামঘর নয় বরং মুসলমানদের ধার্মিক স্থল মসজিদ এবং খ্রিস্টানদের ধার্মিক স্থল গির্জাতেও একইভাবে স্বচ্ছতা অভিযানের কার্যসূচি পালন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানান তিনি। ইতিমধ্যে ড্রাই ডে ঘোষণা করা অনুযায়ী ২২ জানুয়ারি রাজ্যজুড়ে সুরার দোকান বন্ধ থাকবে বলেও ফের জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ২২ জানুয়ারি রাজ্যের প্রতিটি সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান অর্থাৎ বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সারাদিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি বেসরকারি শিক্ষানুষ্ঠানও বন্ধ থাকবে। তবে সরকারি কার্যালয় দুপুর ২ টা থেকে খোলার অনুমতি দিয়েছে সরকার। তবে এর পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এক্ষেত্রে কোন ধরনের সরকারি নির্দেশ নেই। তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু সেদিন বিকেল চারটা পর্যন্ত প্রতিটি মাংস মাছের দোকান বন্ধ রাখার জন্য সরকারের তরফ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি হোটেল, রেস্তোরা, রেস্টুরেন্টে সেই সময় পর্যন্ত আমিষ খাবার বিতরণ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সরকারি নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তবে বিকাল চারটার পর এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২২ জানুয়ারি ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রতিটি বাড়িতে প্রদীপ প্রজ্বলন কিংবা লাইট লাগিয়ে আলোর উৎসব উদযাপন করার জন্য রাজ্য বাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মহিলারা সেদিন সন্ধ্যায় যেন মন্দির কিংবা নামঘরে গিয়ে নাম সংকীর্তন করেন সেটারও অনুরোধ রয়েছে। একইভাবে অন্য ধর্মালম্বী বিশেষ করে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের সেদিন বিশেষ নামাজ এবং প্রেয়ার করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বাবর একজন বিদেশি আক্রমণকারী ছিল। ব্রিটিশ যেভাবে ভারতের শাসন চালিয়েছে, ঠিক একইভাবে বিদেশ থেকে আসা বাবর ভারতে অপশাসন করেছে। বাবরের জন্য হিন্দুরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মুসলমানরাও একইভাবে এক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। ফলে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান নির্বিশেষে সারা দেশবাসী ভগবান রামের এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্যসূচিতে অংশ নেওয়া উচিত বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রান প্রতিষ্ঠা করার মুহূর্তে সাধারণ জনতার উৎসাহ উদ্দীপনা চরমে থাকবে। কেউ মিছিল করবে কেউ স্লোগান দেবে কেউ গ্রামের পতাকা উত্তোলন করে ভগবান রামকে স্মরণ করবে। কিন্তু এর মধ্যে ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা নিতান্ত প্রযোজন। ফলে রাজ্যের স্পর্শ কাতর এলাকায় বিশেষ নজর রাখার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে ইতিমধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষকে সংযত ভাবে ভগবান রামের স্মরণ করার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এগারো দিন ধরে শুধুমাত্র নারিকেল জল খেয়ে দিন যাপন করছেন। ফলে ভগবান রামের প্রান প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে একবেলা উপবাস করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

রাহুল গান্ধী উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার দিনটিতেই রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকায় ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা করতে চাইছেন, বটদ্রবা থান যেতে চাইছেন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি মহানগর পার করে নিম্ন অসমে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রায় মিঞাদের অংশগ্রহণ করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ইতিহাস রচনা করে অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রায় ঠিক একই সময়ে অসমে অব্যাহত রয়েছে রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে রাহুল গান্ধী এই বিশেষ দিনটিতে রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকায় ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা করতে চাইছেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া তিনি রাহুল গান্ধীকে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় বটদ্রবা থান পরিদর্শন না করার অনুরোধ জানিয়েছেন। গুয়াহাটি মহানগর পার করে নিম্ন অসমে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রায় মিঞাদের অংশগ্রহণ করার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আহবান জানান তিনি। একদিকে অযোধ্যায় নবনির্মিত রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে সারা দেশের পাশাপাশি অসমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে অসমে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন রাহুল গান্ধী। তবে ২২ জানুয়ারি রাহুল গান্ধী অসমের জাগিরোড, মরিগাঁও, নেলি, ধিং, রুপোহীহাট ইত্যাদি স্পর্শকাতর এলাকায় ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা করতে চাইছেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনের মিডিয়া সেন্টারে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনটিতে রাহুল গান্ধীর এই স্পর্শকাতর এলাকায় যাত্রা করা ঠিক নয়। কারণ দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সেটা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাহুল গান্ধীর যাত্রা শুধুমাত্র এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। এই যাত্রা ধর্মনিরপেক্ষ নয়। তাছাড়া নেলিতে ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর বিশেষ দিনে সেখানে যাত্রা করা উচিত হবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ২২ জানুয়ারি দিনটিতে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্যসূচী উপভোগ করতে চাইছিলেন। কিন্তু এবার রাহুল গান্ধীর জন্য তাকে অনবরত ভাবে মরিগাঁও জেলার ডিসি,এসপির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রক্ষা করে সেখানের পরিস্থিতির খবরাখবর নিতে হবে। তবে গতকাল পাসিং আউট করা পাঁচটি ব্যাটেলিয়ানের প্রতিজন কমান্ডোকে সেই এলাকায় নিযোজিত করে দেওয়া হবে। তাছাড়া অন্যান্য পুলিশ নিরাপত্তা রক্ষীকেও ব্যাপকভাবে সেখানে নিযোগ করা হবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন অসমের হিন্দু মুসলমানরা মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করছেন। ফলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম রয়েছে। কিন্তু সেটা হলেও রাহুল গান্ধীর যাত্রার স্থানগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কমান্ডো পুলিশ এবং নিরাপত্তা রক্ষী নিযোজিত করা হবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিনটিতেই রাহুল গান্ধী বটদ্রবা থান পরিদর্শন করতে চাইছেন। এভাবে ভগবান গ্রামের এই দিনটিতে অযথা শ্রীমন্ত শংকর দেবকে জুড়ে দিতে চাইছেন রাহুল গান্ধী। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। প্রচার মাধ্যমের ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টিভিতে একদিকে রাম মন্দির অন্যদিকে একই সময়ে রাহুল গান্ধীর বটদ্রবা থান পরিদর্শন করা বিষয়টি দেখালে সেটা সমীচীন হবে না। এক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমকে সংযত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া রাহুল গান্ধীকে ভগবান গ্রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বটদ্রবা থান পরিদর্শন যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনি যদি বটদ্রবা থান যেতে পারেন তাহলে রাহুল গান্ধীও যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপত্তি নেই। বটদ্রবা থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি রাহুল গান্ধীকে স্বাগত জানান। তবে সেটা রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন রাহুল গান্ধীকে বটদ্রবা থানের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আমন্ত্রণ জানালে সেটা অন্য বিষয় ছিল। তাছাড়া কংগ্রেসের বহু হিন্দু নেতাকর্মী রয়েছেন ফলে তারা বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।উল্লেখ্য রাহুল গান্ধীর বটদ্রবা থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরেই বটদ্রবা থান কর্তৃপক্ষ এদিন এক জরুরী কালীন বৈঠকে মিলিত হয়েছিল। সেই বৈঠকে রাহুল গান্ধীর বটদ্রবা থানে প্রস্তাবিত সফরকে স্বাগত জানানো হয়েছে। তবে ২২ জানুয়ারি দুপুর তিনটে পর্যন্ত এই প্রস্তাবিত সফরে অনুমতি দেওয়া অসম্ভব বলে জানিয়ে দিয়েছে বটদ্রবা থান কর্তৃপক্ষ। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস বিধায়িকাকে বটদ্রবা থান কর্তৃপক্ষ পত্র প্রেরণ করে সবিস্তার উল্লেখ করে জানিয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

অসমে অব্যাহত থাকা রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রায় এখনো ভিড় হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কোথাও ৫০ জন কোথাও ৫০০ জন কোথাও এক হাজার জন ব্যক্তি এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করছেন। এটাকে কোনভাবেই ভিড় বলা যায় না। তবে রাহুল গান্ধীর এই যাত্রা গুয়াহাটি মহানগর অতিক্রম করে নিম্ন অসমের দিকে গেলে সেখানে ভিড় বাড়বে। কারণ নিম্ন অসমে মিঞারা এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন। তবে তিনি খারাপ পাবেন এটা ভেবে রাহুল গান্ধীর যাত্রায় মিঞারা অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত না থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন তিনি খারাপ পাবেন এটা না ভেবে মিঞারা যেন এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। তবে মহিলারা রাহুল গান্ধীর যাত্রায় অংশগ্রহণ করছেন না। কারণ মহিলারা তার সমর্থনে রয়েছেন। তিনি কোনো জনসভায় গেলে যেভাবে মহিলারা তাকে আদর করেন সেটা দেখে এটা নিশ্চিত যে মহিলারা তার পক্ষে রয়েছেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের প্রতি সর্বাধিক অন্যায় করেছে। কিন্তু বিজেপির শাসনে সংখ্যালঘু মহিলারা সর্বাধিক উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান তথা অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেন মহিলারা। এমনকি সরকারের তরফে সংখ্যালঘুদের প্রতি কোনো ধরনের অবজ্ঞা করা হয়নি। এপিএসসির প্রথম স্থান দখল করেছেন একজন সংখ্যালঘু যুবতী। তিনি চাইলে এপিএসসি সদস্যদের বলে পরীক্ষার নম্বর কমবেশি করে সেটা আটকাতে পারতেন। কিন্তু তিনি গত ছয় মাস যাবত এপিএসসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কোনো ধরনের সংযোগ রক্ষা করেননি। অবশেষে একজন সংখ্যালঘু যুবতী পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করেছেন। এর ফলে রাজ্যের সংখ্যালঘু মহিলারা সম্পূর্ণভাবে তার প্রতি সমর্থনে রয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা মহানগরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে তিনি আদৌ বাধা দেননি বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন শুধুমাত্র মহানগরের শুধুমাত্র দুটি সড়ক জি এস রোড এবং জিএনবি রোড ত্যাগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় সড়কও মহানগরের অংশ তথা রিংরোড হিসেবে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে সে দিকে রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার ক্ষেত্রে সরকারের কোনও আপত্তি নেই। সেখানে যত খুশি ব্যক্তি রাহুল গান্ধীর সঙ্গ দিতে পারেন। কিন্তু জি এস রোডে যেহেতু জিএমসিএইচ কিংবা অন্যান্য হাসপাতাল রয়েছে সেটার মাধ্যমে যাত্রা করলে মহানগর বাসীর অসুবিধা হবে। এমনকি সাধারণ মানুষ কংগ্রেসকে খারাপ পাবেন। উল্টো কংগ্রেসের ভোট কমে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ফলে মহানগরের জিএস রোড এবং জিএনবি রোডে রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা হলে এই যাত্রার আযোজকদের বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাহুল গান্ধী তার সমালোচনা করছেন। অসমের মতো একটি ছোট্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করা শোভা পায় না। এমনও দিন গেছে রাহুল গান্ধীর অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ৭ দিন তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু এবার রাহুল গান্ধী তার সমালোচনা করে তিনি তার সমপর্যায়ে চলে এসেছেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন তার সঙ্গে রাহুল গান্ধীর তুলনা হয় না। কোথায় রাহুল গান্ধী কোথায় তিনি। কিন্তু এরপরেও রাহুল গান্ধী তার সমালোচনা করছেন। এমনকি তার দুটি সন্তানকেও সমালোচনা করছেন রাহুল গান্ধী। অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র তাকে ভয় করছেন না তার দুটি সন্তানকেও ভয় করছেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

টুকরো খবর

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ড০ হীরেন গোহাইকে 'মাল' নিজেকে বস্তু বলে তার কঠোর সমালোচনা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অখিল রঞ্জন দত্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপাচার্যকে পত্র মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ড০ হীরেন গোহাই এর বিরুদ্ধে ফের সরব হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ভারত কণ্ঠ ভুপেন হাজারিকাকে অপমান করা ড০ হীরেন গোহাই এর বিরুদ্ধে বদলা নেওয়া একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার কর্তব্য। তাছাড়া গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অখিল রঞ্জন দত্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপাচার্যকে পত্র প্রেরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন রাজ্য সরকারের দেওয়া বেতন পেয়ে একজন অধ্যাপক এভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করতে পারেন না। প্রযোজন হলে পদত্যাগ করে তিনি সমালোচনা করলে তারা আপত্তি নেই বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনের মিডিয়া সেন্টারে রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্ন জবাবে তিনি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ড০ হীরেন গোহাই এর এর সমালোচনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি তাকে মাল

বলবেন। মাল শব্দটি খারাপ নয়। কিন্তু ড০ হীরেন গোহাই ভারতরত্ন ভূপেন হাজারিকার বিরুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্য করেছিলেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সেটারই বদলা নিচ্ছেন। নিজেকে বস্তু বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন ড০ হীরেন গোহাই মত ব্যক্তিরা নিজে আন্দোলন না করে অন্যকে আন্দোলনের দিক নির্দেশ দেখিয়ে দেন। অর্থাৎ অর্থাৎ পুলিশের মার খেলেও অন্যরা খাবেন এক্ষেত্রে তার কিছু হবে না। তাকে কোনদিনও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ড০ হীরেন গোহাই একজন অদ্ভুত ডুপ্লিকেট মাল। অথচ তাকে মাল বললে তিনি খারাপ পান। কিন্তু সে একেই ব্যক্তি ভূপেন হাজারিকার বিরুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্য করেছিলেন। তখন কোনো ব্যক্তি সেটার আপত্তি করেননি। এবার তার সুযোগ এসেছে। ফলে তিনি তার সমালোচনা করছেন বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অখিল রঞ্জন দত্ত লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হীরেন গোহাই এর বিরুদ্ধে খারাপ শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যখন ড০ হীরেন গোহাই ভূপেন হাজারিকার বিরুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্য করেছিলেন সেই সময় অখিল রঞ্জন দত্ত কেন নিরব ছিলেন সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। তখন এই অধ্যাপকের সাহস ছিল না ড০ হীরেন গোহাই এর বিরুদ্ধে কিছু লেখার বলে মতামত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এক্ষেত্রে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে অযথা মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করা উচিত নয়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া হয়। ফলে অধ্যাপকদের কোড অফ কন্ডাক্ট থাকা প্রযোজন। পরবর্তী উপাচার্য নিযুক্তি হওয়ার পর এক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। প্রত্যেক অধ্যাপককে সার্ভিস রুলের সিভিল কোড অফ কন্ডাক্ট মেনে চলতে হবে। কারণ অধ্যাপক হয়ে একজন মুখ্যমন্ত্রীর এভাবে সমালোচনা করা যায় না। যদি নিতান্ত সমালোচনা করতে হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার সর্বপ্রথম পদত্যাগ করা উচিত। এক্ষেত্রে বিধানসভায় একটি বিল উত্থাপন করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী অসম অশান্ত করে আসছে। একমাত্র বামপন্থী বুদ্ধিজীবী নিয়ন্ত্রণ হলে অসম শান্ত হবে। এই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা আন্দোলনের পরিবেশ জীবিত রেখে বহু যুবক যুবতীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছেন। এমনকি আলফা সমস্যা থেকেও ভয়াবহ এই বামপন্থী বুদ্ধিজীবী কিংবা আরবান নকশাল। এদের তুলনায় আলফা সমস্যা কোনো সমস্যাই নয়। আলফা নেতা পরেশ বড়ুয়া একজন ইতিবাচক ব্যক্তি। ভুল হয়েছে তিনি অন্য রাস্তা নিয়েছেন। সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা সম্পূর্ণ একটি প্রজন্ম শেষ করে দিয়ে গেছে। তাদের অনবরত নেতিবাচক চিন্তাভাবনা। অসমে ভালো কিছুই হয় না তাদের এই ধরনের মনোবৃত্তি। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সত্যের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ হলে অসমে শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠবে। ফলে স্বাভাবিকভাবে আলফা সমস্যা থেকেও বড় সমস্যা হচ্ছে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী কিংবা আরবান নকশাল বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সারা দেশে ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা দেখে জীবন ধন্য করল,কয়েক শতাব্দীর অপেক্ষার পর।

বোকারো (সংবাদদাতা) ঃ ভারত বর্ষের নাগরিক আজ নিজেদের ধন্য করল , কয়েক শতাব্দীর অপেক্ষার পর, রাম মন্দির এক রাষ্ট্র চেতনা , রাম আগুন নয় ,শক্তি, আমাদের রাম এসে গেছে । প্রধানমন্ত্রী একথাই বললেন। বোকারো জেলায় উৎসাহ ,আনন্দের বন্যা দেখা গেল। সকাল থেকেই রাম মন্দিরে থিক থিক করেছে ভিড়ে , পূজা , আরতী দিতে দিতে পূজারীগণ মনেক্লান্ত হলেও ,শারীরিক দিক দিয়ে দারুণ সামাল দিয়েছেন । রাস্তায় গাড়ী সারি সারি গাড়ি জ্যামে আটকে পড়েছে , পুলিশ প্রশাসন হিম সিম খাচ্ছিল , কিন্তু কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি ।কারণ একটাই প্রভু রামললার পূজা দিতে হবে। অন্যদিকে বোকারোর বিধায়ক বিরঞ্চী নারায়ণ এবং তাঁর স্ত্রী নীনা নারায়ণ সকাল থেকে সুন্দর পাঠ নিয়ে ব্যস্ত , তাঁর বাড়ির সামনে বিশাল স্ক্রীন এ অজধ্যার প্রাণ প্রতিষ্ঠার ডিটেল টেলিকাস্টিং চলছে , প্রায় ৫০০ জনা রাম ভক্ত উপস্থিত ,পুরুষ এবং মহিলারা সকলেই মন দিয়ে প্রতিটি দৃশ্য দেখছেন ,যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পূজা সারছেন, রামললার মূর্তি র চোখ থেকে বাঁধন খুলে দিচ্ছেন ।বিশাল জনসভায় প্রভু রাম নিয়ে বক্তব্য রাখছেন । দুপুরে উপস্থিত সকল আমন্ত্রিতদের মহাভোগ খাওয়ালেন , মাঝে মাঝেই জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে সেক্টর ওয়ান এর এলাকা রামময় হয়ে গিয়েছিল । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রামভক্তগণ হলেন বিধায়ক বিরঞ্চী নারায়ণ, নীনা নারায়ণ, সঞ্জয় ত্যাগী, মুকুল ওঝা, সুনীল কুমার ঠাকুর,ত্রিলোকী সিংহ, ওম প্রকাশ গুপ্তা, সুনীল গোস্বামী, মুরলীধর নায়েক, কে কে বোরাল সহ অন্যান্য ব্যাক্তিত্বগণ।

রিয়ালের বিতর্কিত জয়, ভিএআরের অডিও কী বলে

স্পেন ঃ ২০ ম্যাচে কোনো জয় নেই, ৬ ড্র থেকে মাত্র ৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সবার নিচের দল তারা। স্পেনের লা লিগায় এই আলমেরিয়াই কাল নিজেদের ২১তম ম্যাচে প্রথমার্ধে চমকে দিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদকে। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকা আলমেরিয়া ৫৬ মিনিট পর্যন্ত কোনো গোল খায়নি। এরপর ৩টি বিতর্কিত ঘটনায় ম্যাচ গেল ঘুরে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদ মাঠ ছেড়েছে ৩-২ গোলের জয় নিয়ে। ম্যাচ শেষে আলমেরিয়া ওই ৩টি ঘটনা নিয়ে ক্ষুব্ধ। এর মধ্যে ২টি ঘটনা থেকে রিয়াল ২টি গোল পেয়েছে, অন্য ঘটনায় আলমেরিয়া গোলবঞ্চিত হয়েছে। আলমেরিয়ার কোচ আর খেলোয়াড়দের কাছে মনে হয়েছে, তাঁদের জয়টি 'ছিনতাই' করা হয়েছে, করা হয়েছে অন্যায়। ৩টি সিদ্ধান্তই রেফারি ফ্রান্সিসকো হোসে হার্নান্দেজ মায়েসো নিয়েছিলেন ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে। ম্যাচ শেষে তাই ভিএআর নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আলমেরিয়া। আলমেরিয়া যেহেতু অভিযোগই করেছে, স্পেনের ফুটবল ফেডারেশনের প্রকাশ করা ভিএআরএর অডিও থেকে ওই ৩টি ঘটনার সময় রেফারি আর ভিএআরের সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, তা দেখে আসা যেতে পারে

ঘটনা ১ ঃ হ্যান্ডবল থেকে পেনাল্টি

প্রথম বিতর্কিত ঘটনাটি ম্যাচের ৫৩ মিনিটে। ফ্রান গার্সিয়ার ক্রস আলমেরিয়ার বক্সের মধ্যে লেগেছিল সেন্টারব্যাক কাইকি ফার্নান্দেজের হাতে। আলমেরিয়ার দাবি, বল কাইকির হাতে লাগার আগে তাঁকে ফাউল করেছিলেন রিয়ালের হোসেলু। কিন্তু রেফারি ভিএআরে শুধু হ্যান্ডবলই পরীক্ষা করেছেন। সেই সময় রেফারি আর ভিএআরের সঙ্গে কী কথা হয়েছিল?

ভিএআর ঃ আমি মাঠের রিভিউ নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। যাতে করে আপনি (রেফারি) আলমেরিয়ার ডিফেন্ডারের হ্যান্ডবলের কারণে সম্ভাব্য পেনাল্টি চেক করতে পারেন।

রেফারি ঃ ঠিক আছে, আমি এটা (মনিটরে) দেখতে যাচ্ছি।

ভিএআর ঃ এটা সুপার স্লো করুন, যাতে তিনি (রেফারি) দেখতে পারেন।

রেফারি ঃ ঠিক আছে, আমি স্ক্রিনের সামনে আছি।

ভিএআর ঃ এটা দেখানো হচ্ছে। আমরা এটা সুপার স্লো করে দিয়েছি, আপনি যেন ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ঠিক আছে? আমি বাঁদিক থেকে আপনাকে আরেকটা ফুটেজ দেখাচ্ছি। আমি আপনাকে ওপর থেকেও দেখাচ্ছি। এখন আপনার কাজ, আপনি সিদ্ধান্ত নিন।

রেফারি ঃ একদম ঠিক আছে। বল তার হাতে লেগেছে। আমি কার্ড না দেখিয়ে পেনাল্টি দিচ্ছি।

ঘটনা ২ ঃ আলমেরিয়ার গোল বাতিল

৬১ মিনিটে আবার ভিএআরের সাহায্য চান রেফারি। আলমেরিয়ার আরিবাস বল রিয়ালের জালে পাঠান। কিন্তু গোলটির বিল্ডআপের সময় মাঝমাঠে বেলিংহামের মুখে থাপ্পড় মেরেছিলেন আলমেরিয়ার এক খেলোয়াড়। এটি ফাউল ছিল কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখতে চান রেফারি। পরে তিনি গোল বাতিল করে ফাউল দেন আলমেরিয়ার বিপক্ষে।

ভিএআর ঃ ফাউল হয়েছে কি না, তা দেখার জন্য আমি মাঠের রিভিউ দিচ্ছি। ঠিক আছে?

রেফারি ঃ গতিটা দেখান।

ভিএআর ঃ আমি আপনাকে সংঘর্ষের সময়টা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? আপনি চাইলে আমি আরও জায়গা নিয়ে দেখাতে পারি। যাতে করে আপনি এটা গোল পর্যন্ত দেখতে পারেন। খেলা চলছে এবং এটা গোলের পর শেষ হয়েছে। তাই আপনি আক্রমণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পারবেন।

রেফারি ঃ হ্যাঁ, আমি শুরুটা দেখতে পাচ্ছি। আমি রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষে ফাউল দিচ্ছি ও গোল বাতিল করছি। আলমেরিয়ার ৬ নম্বর জার্সির খেলোয়াড়কে কার্ড দেখাচ্ছি। ঠিক আছে?

ভিএআর ঃ জার্সি নম্বরটা আমরা শিগগিরই জানাচ্ছি। হ্যাঁ, ৬ নম্বরই।

ঘটনা ৩ ঃ ভিনিসিয়ুসের গোল

৬৭ মিনিটে রিয়ালের সমতাসূচক গোলের সময় আবার বিতর্কিত ঘটনা। চুয়ামেনির ক্রসে ভিনিসিয়ুস গোল করেন। প্রথমে দেখে মনে হচ্ছিল, ভিনিসিয়ুস হেড থেকে গোল করেছেন। কিন্তু আলমেরিয়ার খেলোয়াড়েরা হ্যান্ডবলের আবেদন করেন। পরে দেখা যায় বল ভিনিসিয়ুসের কাঁধে লেগে জালে ঢুকেছে। বলটি ভিনিসিয়ুসের হাতের বৈধ জায়গায় লেগেছে কি না, সেটা পরীক্ষার জন্য ভিএআরের সাহায্য নেন রেফারি। পরে তিনি সেটি গোলই দেন।

ভিএআর ঃআমি রিভিউ দিচ্ছি। যাতে করে আপনি সঠিক পজিশনটা দেখতে পান। বল কাঁধে লাগার জায়গাটায় থামাতে হবে। বল তাঁর ডান কাঁধে লেগেছে।

রেফারি ঃএকদম ঠিক।

ভিএআর ঃ আপনি তাহলে এটা পেয়েছেন।

রেফারি ঃ ঠিক আছে, আমাকে খেলোয়াড়ের গায়ে বল লাগার মুহূর্তটা দেখান।

ভিএআর ঃ এটা সুপার স্লো করুন। বল তাঁর কাঁধে লেগেছে। আপনি এখন আক্রমণের সময় সম্ভাব্য ফাউল চেক করেন।

রেফারি ঃ আমার কাছে আক্রমণের সময় কোনো ফাউল হয়নি।

ভিএআর ঃ আমি আপনার সঙ্গে একমত। বলও কাঁধে লেগেছে। আমি এখন আপনাকে পেছন দিক আর ওপর থেকে দেখাচ্ছি।

রেফারি ঃ ঠিক আছে, এটা তার কাঁধে লেগেছে এবং গোল। ফাউল হয়নি, আমি এটা গোলের সংকেত দিচ্ছি

ভিএআরের এই অডিও প্রকাশের পর আলমেরিয়া ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা লিখেছে, 'আজ ভিডিও অনেক এডিট করা হয়েছে।' এরপর যোগ করেছে, 'আমরা টেলিভিশনে যেসব দেখি, আপনরা কেন রেফারিকে সেই সব অ্যাঙ্গেল থেকে ঘটনাগুলো দেখান না?'

এবার পানশালা থেকে হাসপাতালে ম্যাক্সওয়েল, বাদ পড়ার

পর্থ ঃ অ্যালকোহলসংশ্লিষ্ট ঘটনায় গ্লেন ম্যাক্সওয়েল গত শুক্রবার অ্যাডিলেডে এক হাসপাতালে ভর্তি হন। এ ঘটনার তদন্তে নেমেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' এ বিষয়ে প্রথম জানিয়েছিল। একটি পানশালায় রক ব্যান্ড 'সিক্স অ্যান্ড আউট'এর গান শুনতে গিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল। দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানেই। নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রথম শ্রেণির সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে বানানো এই ব্যান্ডের সদস্য অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার ব্রেট লি।

অ্যাডিলেডে এই সপ্তাহান্তে ম্যাক্সওয়েলকে ঘিরে যে ঘটনা ঘটেছে, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তা অবগত এবং সে বিষয়ে আরও তথ্য খোঁজা হচ্ছে।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)

ঠিক কী ঘটেছিল, তা এখনো জানা যায়নি। ম্যাক্সওয়েল সেখানে বেশিক্ষণ ছিলেন না এবং অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো মনে করছে, এ ঘটনায় অন্য কারও সংশ্লিষ্টতা নেই। বিগ ব্যাশে (বিবিএল) মেলবোর্ন স্টারসের হয়ে মৌসুম শেষ করে একটি সেলিব্রিটি গলফ ইভেন্টে অংশ নিতে অ্যাডিলেড গিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল।

আজ দিনের শুরুতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। সেখানে ম্যাক্সওয়েলের জায়গায় দলে ডাকা হয় ৫০ ওভারের লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম শতকের বিশ্ব রেকর্ডধারী জ্যাক ফ্রেজারম্যাগার্ককে। সিএ দাবি করেছে, ম্যাক্সওয়েলকে স্কোয়াডের বাইরে রাখার সঙ্গে অ্যাডিলেডের ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। সিএএর বিবৃতিতে বলা হয়, 'অ্যাডিলেডে এই সপ্তাহান্তে ম্যাক্সওয়েলকে ঘিরে যে ঘটনা ঘটেছে, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তা

অবগত এবং সে বিষয়ে আরও তথ্য খোঁজা হচ্ছে।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'ওয়ানডে স্কোয়াডে তাকে না রাখার সঙ্গে এটার (অ্যাডিলেডের ঘটনা) সম্পর্ক নেই। বিবিএল শেষেই তার (ম্যাক্সওয়েল) ওয়ার্কলোড ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ম্যাক্সওয়েল টি-টোয়েন্টি সিরিজে ফিরবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এ মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু আর বলা সম্ভব নয়।'

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং অলরাউন্ডার ম্যাক্সওয়েল গত অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে আহমেদাবাদে কনকাশনে ভুগেছিলেন। একটি গলফ কার্ট থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। ২০২২ সালের শেষ দিকে এক বন্ধুর ৫০তম জন্মদিনে দৌড়ানোর সময় পা ভেঙে ফেলেন। সে সময়ে তাঁকে প্রায় তিন মাস মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল।

এবার বিগ ব্যাশের ফাইনালে উঠতে না পারায় গত সপ্তাহে মেলবোর্ন স্টারসের অধিনায়কত্বও ছাড়েন ৩৫ বছর বয়সী ম্যাক্সওয়েল।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' জানিয়েছে, অ্যাডিলেডে জনপ্রিয় এই গলফ ইভেন্টে অংশ নেওয়ার আগে ম্যাক্সওয়েল স্থানীয় একটি পানশালায় ঢুকেছিলেন। সেখানে ব্রেট লির ব্যান্ড 'সিক্স অ্যান্ড আউট' পারফর্ম করছিল।

সেভেন নিউজ জানিয়েছে, সেখান থেকে ম্যাক্সওয়েলকে রয়্যাল অ্যাডিলেড হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, ম্যাক্সওয়েল পুরো রাত হাসপাতালে ছিলেন না।

অস্ট্রেলিয়া সফররত ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে। ২৫ জানুয়ারি শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্টে ১০ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ২ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ। এরপর তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজও খেলবে দুই দল, যা শুরু হবে ৯ ফেব্রুয়ারি হোবার্টে।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই টেস্ট খেলবেন না কোহলি

লন্ডন ঃ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে খেলবেন না বিরাট কোহলি। আজ সোমবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই জানিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন এই তারকা ব্যাটসম্যান। এর আগে গতকাল ব্যক্তিগত কারণে ভারত সফরের ইংল্যান্ড দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন হ্যারি ব্রুক। বিসিসিআইয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কেন কোহলি খেলবেন না সেটি, 'বিরাট অধিনায়ক রোহিত শর্মা, টিম ম্যানেজমেন্ট ও নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, দেশের প্রতিনিধিত্ব করাটাকেই তিনি সবার ওপরে স্থান দেন। কিন্তু এখন ব্যক্তিগত একটি বিষয়ে তাঁর উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতা থাকায় এই সিদ্ধান্ত।'

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেললেও ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ছিলেন না কোহলি। তবে সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ খেলেছিলেন এই ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান।

প্রথম দুই টেস্টে ৪ নম্বরে কোহলির জায়গা কে নেবেন, সেটি একটি প্রশ্ন। শ্রেয়াস আইয়ার ও শুবমান গিল আছেন, আছেন লোকেশ রাহুলও। রাহুল সম্ভবত শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই খেলবেন।

ভারত ও ইংল্যান্ড পাঁচটি টেস্ট খেলবে। সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২৫ জানুয়ারি, ভেন্যু হায়দরাবাদ।

কে কে মুহাম্মদ ঃ ভারতের যে বিতর্কিত প্রত্নতত্ত্ববিদের রিপোর্টের ভিত্তিতে অযোধ্যা রায়

নয়াদিল্লি (শুভজ্যোতি ঘোষ)ঃ সদা হাসিমুখ ভদ্রলোকের পুরো নাম কারিঙ্গামান্নু কুঝিয়ুল মুহাম্মদ। বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনরা অবশ্য তাকে 'কেকে' নামেই ডাকেন।

কেরালার উত্তরপ্রান্তে কালিকটের বাসিন্দা তিনি, ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ছেষট্টি বছরের প্রৌঢ় এখন সেখানেই দিন কাটাচ্ছেন।

এখনও মাঝে মাঝে অবশ্য উৎসাহী পর্যটকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, হাম্পি থেকে বটেশ্বর - ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা আর্কিওলজিক্যাল সাইটে তাদের নিয়ে 'গাইডেড ট্যুর' করান।

আর এ কাজে তার রীতিমতো 'হাই প্রোফাইল' অভিজ্ঞতা আছে - মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যখন বছরকয়েক আগে ভারত সফরে এসেছিলেন, দিল্লির বিভিন্ন প্রত্নকীর্তিতে তার 'ট্যুর গাইড'ও ছিলেন কেকে মুহাম্মদ।

তারও বহু আগে পাকিস্তানের তখনকার প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ যখন আগ্রা সফরে এসেছিলেন, তাকেও তাজমহল ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্ব পড়েছিল এই প্রত্নতত্ত্ববিদের ওপর।

কিন্তু এখন সহসা সারা ভারত জুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি - আর তার পেছনে আছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেতে কর্মরত অবস্থায় তার নেতৃত্বে প্রস্তুত করা একটি রিপোর্ট।

অযোধ্যার বিতর্কিত ধর্মীয় স্থানে মন্দির বানানোর পক্ষে সুপ্রিম কোর্ট শনিবার যে রায় দিয়েছে, তার পেছনে এই প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্টটির গুরুত্ব ছিল বিরাট।

মূলত ওই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা মেনে নিয়েছেন, বাবরি মসজিদের স্থাপনার নিচেও বহু পুরনো আর একটি কাঠামো ছিল - যেটি 'ইসলামি ঘরানায়' নির্মিত নয়।

বস্তুত ওই রিপোর্টেই প্রথম স্পষ্টভাবে দাবি করা হয়েছিল, বাবরি মসজিদ চত্বরে মসজিদ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল।

সেই জন্যই রায় ঘোষণার পর তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কে কে মুহাম্মদ বলতে দ্বিধা করেননি, এটা একেবারে পারফেক্ট জাজমেন্ট। আমার মতে এর চেয়ে ভাল রায় আর কিছু হতেই পারে না!

মন্দির বানানোর রায়ের মধ্যে দিয়ে তার দীর্ঘদিনের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও পরিশ্রমই স্বীকৃতি পেল, সে কথাও জানিয়েছেন তিনি।

কিন্তু একজন মুসলিম হয়েও তিনি কীভাবে অযোধ্যার বিতর্কিত ধর্মীয় স্থানে মন্দির ছিল বলে আজীবন সওয়াল করে এসেছেন, তার জন্য নিজের সমাজের লোকজনের কাছ থেকে বহু অপবাদও শুনতে হয়েছে।

চিরকাল আমাকে এজন্য নানা গালিগালাজ শুনতে হয়েছে। আবার এটাও বলব, কোনও কোনও মুসলিম কিন্তু প্রকাশ্যেই আমাকে সমর্থন করেছেন।

এমন কী, খোদ লখনৌতেও আমি বহু মুসলিমের সাপোর্ট পেয়েছি, জানাচ্ছেন কে কে মুহাম্মদ।

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদকে ঘিরে যে পরিসর, সেখানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছিল ১৯৭৬ সালে।

তখন সেই অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ভারতের বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ড.বি বি লাল, তার অধীনেই একজন তরুণ গবেষক হিসেবে যোগ দেন কে কে মুহাম্মদ।

তার বয়স তখন সবেমাত্র কুড়ির কোঠায়, ইতিহাসে মাস্টার্স করে সদ্যই বেরিয়েছেন আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে।

বাবরি মসজিদ চত্বরে সেই খোঁড়াখুঁড়িতেই 'মন্দির প্রণালী', 'অভিষেক জল' বা 'মগর (কুমীর) প্রণালী'র মতো বিভিন্ন চিহ্ন বা স্মারক মিলেছিল বলে জানাচ্ছেন তিনি, যেগুলো থাকত হিন্দুদের ধর্মীয় উপাসনালয়ে।

কুমীর প্যাটার্নের ওই ধরনের স্থাপনা কখনও মসজিদে থাকত না।

তা ছাড়া মানুষ ও পশুপাখির বহু টেরাকোটা মোটিফও আমরা পেয়েছিলাম, যেগুলো মুঘল আমলের কোনও মসজিদে কখনওই দেখা যেত না, ভারতের রিডিফ ডটকম পোর্টালকে এদিন বলেছেন কে কে মুহাম্মদ।

পরে এই সব 'সাক্ষ্যপ্রমাণে'র ভিত্তিতেই ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তাদের রিপোর্টে এই উপসংহারে পৌঁছয় যে বাবরি মসজিদ স্থাপনারও অনেক আগে সেখানে হিন্দুদের একটি মন্দির ছিল।

সেই রিপোর্টেরই মূল প্রণেতা ছিলেন কে কে মুহাম্মদ। তিনি পরে উত্তর ভারতে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক অধিকর্তা হিসেবে অবসর নেন।

তবে সেই প্রতিবেদন নিয়ে বিতর্কও হয়েছে বিস্তর, ভারতের অনেক বিশেষজ্ঞই ওই রিপোর্টের বিষয়বস্তু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যদিও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা রিপোর্টটিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন।

কে কে মুহাম্মদ জানাচ্ছেন, ইরফান হাবিবের মতো বামপন্থী ইতিহাসবিদরা তখন খুব প্রভাবশালী ছিলেন।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিকাল রিসার্চে তখন তিনি ও তার মতো বাম ঘরানার লোকজনেরই দাপট, ফলে তারা আমাদের গবেষণাকে একেবারেই গুরুত্ব দেননি, রিডিফ ডটকম পোর্টালকে বলেছেন তিনি।

কিন্তু এতদিন বাদে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত যে তাদের ওই রিপোর্টটিকে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দিল ও সেটির ভিত্তিতেই রায় ঘোষণা করল, তাকে জীবনের 'শ্রেষ্ঠ সম্মান' বলেই মনে করছেন কেকে মুহাম্মদ।

প্রত্নতত্ত্বে অবদানের জন্য এ বছরই ভারত সরকার তাঁকে বেসামরিক খেতাব পদ্মশ্রীতে ভূষিত করেছে, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোভিন্দ তাঁর হাতে সেই সম্মান তুলে দিয়েছেন।

শনিবার সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পর থেকেই ভারতের সোশ্যাল মিডিয়াতে কে কে মুহাম্মদকে নিয়ে তুমুল চর্চা ও তর্কবিতর্কও শুরু হয়ে গেছে।

অনেকে যেমন ওই অযোধ্যা রিপোর্টের জন্য তার ভূয়সী প্রশংসা করছেন, তেমনি অনেকের কাছ থেকে নিন্দামন্দও জুটছে।

ভারতের সোশ্যাল মিডিয়াতে ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা।

যাতে বলা হচ্ছে, বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্যটাই ভারতের সৌন্দর্য! এ জিনিস শুধু ভারতেই সম্ভব!

একজন হিন্দু আইনজীবী (রাজীব ধাওয়ান) এদেশে মসজিদের জন্য প্রাণপণ সওয়াল করেন!

আবার একজন মুসলিম প্রত্নতত্ত্ববিদ (কে কে মুহাম্মদ) মন্দিরের পক্ষে রিপোর্ট লিখতেও ভয় পান না!

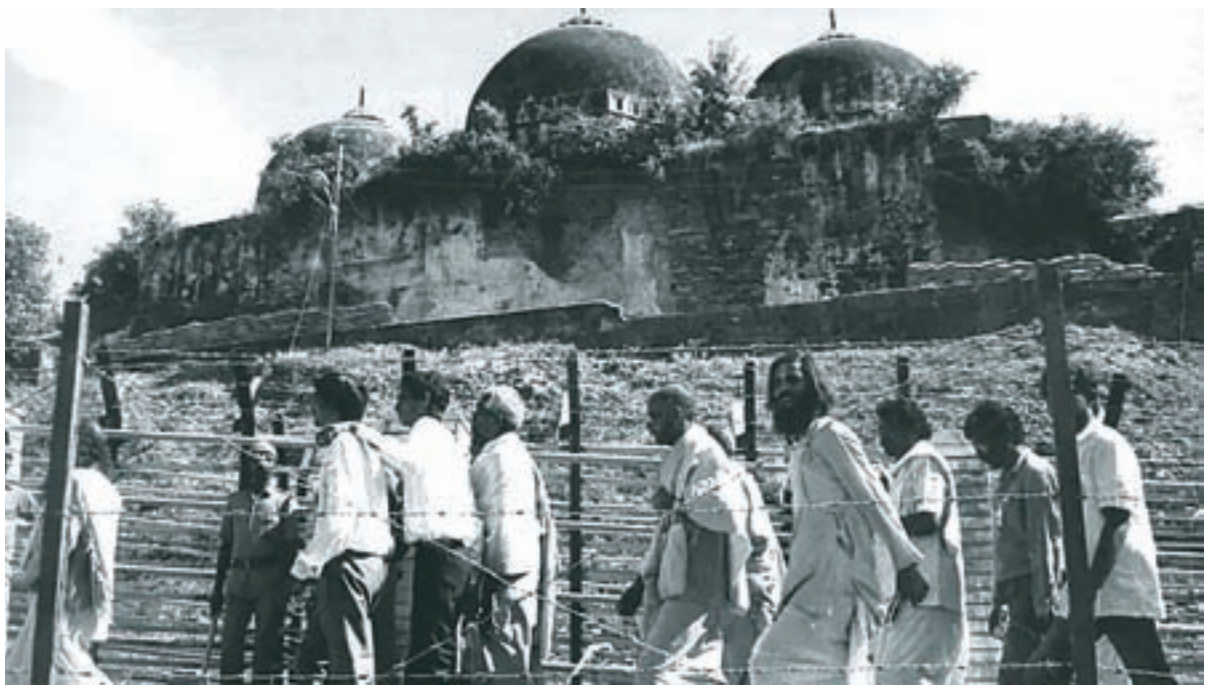

টুকরো খবর

অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে কী বলছেন সেখানকার মুসলমানরা?

অযোধ্যা ঃ ফুলজাঁহা যেখানে থাকেন, কাটরা নামের সেই পাড়াটা নতুন রাম মন্দিরের ঠিক পিছনেই। কয়েক প্রজন্ম ধরে তারা এখানেই থাকেন। ফুলজাঁহা যখন নয় বছরের, তখনই, সাতই ডিসেম্বর, ১৯৯২ উত্তেজিত জনতা তাদের বাড়িতে হামলা করে, মেরে ফেলে ওর বাবা ফতেহ মুহম্মদকে।

তবে সেই দিনের কথা ভাবতে বসলে হাতের কাজ যে পড়ে থাকবে! রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে তার এখন দম ফেলারও সময় নেই। পরিবারের চার সদস্যই দ্রুত হাতে মিষ্টির বাক্স বানাচ্ছেন। ওই বাক্সে ভরেই মিষ্টি যে রাম মন্দিরের প্রসাদ হিসাবে দেবে সবাই। কাজ করতে করতেই তিনি বিবিসিকে বলছিলেন, এখন তো অযোধ্যায় শান্তিই রয়েছে, কোনও সমস্যা নেই। এত কঠিন পথ যখন আমরা পেরিয়ে এসেছি, তো আগামী দিনেই কী হবে দেখা যাবে। একটা আশঙ্কা যদিও থেকেই যায় যে কখন কিছু ঘটে না যায়, তবে অযোধ্যায় এখন শান্তিই আছে। ফুলজাহাঁর বাড়ি থেকে মাত্র ৫০ মিটার দূরেই হাফিজ উর রহমান থাকেন। ৩১ বছর আগের সেই দাঙ্গার দিনে, যে দাঙ্গায় ফুলজাহাঁর বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছিল, তিনি একটা হিন্দু পরিবারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তবে সেই দাঙ্গায় নিজের জ্যাঠা আর বড়ভাইকে হারিয়েছিলেন হাফিজ উর রহমান। তিনি বলছিলেন, ওই দাঙ্গার পর থেকে তো এখানে শান্তিসম্প্রীতি বজায় আছে। কিন্তু এখনও অযোধ্যায় বড় কোনও আয়োজন হলে, লাখ লাখ মানুষ জড়ো হলে কিছুটা ভয়ে থাকি আমরা। এবারও সেরকমই একটা চাপা ভয় আছে। আশা করি শান্তিতেই মিটবে সব কিছু। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয় ১৯৯২'র ছয়ই ডিসেম্বর। তার পরে অযোধ্যাসহ গোটা দেশে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়ায়, তাতে অন্তত দুই হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলেন। এরপরে হিন্দু আর মুসলমান - দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে ইলাহাবাদ হাইকোর্ট, তারপরে সুপ্রিম কোর্টে লম্বা আইনি লড়াই চলে। হিন্দু সংগঠনগুলির বক্তব্য ছিল বাবরি মসজিদ আসলে রাম জন্মভূমি আর তা বানানো হয়েছিল একটি মন্দির ধ্বংস করেই। সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ ২০১৯ সালে এক ঐতিহাসিক রায়ে জানায় যে বাবরি মসজিদ অন্যায় ভাবে ভাঙ্গা হয়েছিল। তবে শীর্ষ আদালত এটাও নির্দেশ দিয়েছিল যে অযোধ্যায় বিতর্কিত জমিতে মন্দির তৈরি হবে। আদালতের নির্দেশেই অযোধ্যা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ধন্নিপুরে একটা নতুন মসজিদ বানানোর জন্য জায়গা দেওয়া হয়। ঘটনাচক্রে রাম মন্দির পরিসরের আশেপাশের এলাকাতে প্রায় একডজন মসজিদ, মাদ্রাসা আর মাজার রয়েছে। মন্দিরগুলিতে যখন পুজো পাঠ হয়, ওই মসজিদ, মাদ্রাসা আর মাজারেও পাশাপাশি চলতে থাকে আজান আর নামাজ আদায় করা। প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের অযোধ্যা জেলায় পাঁচ লক্ষ মুসলমানও থাকেন। এঁদের মধ্যে হাজার পাঁচেক মানুষ তো নতুন রাম মন্দিরের আশে পাশেই থাকেন। অযোধ্যা লাগোয়া শহর ফৈজাবাদে মুহম্মদ খালিক খানের ষ্টেশনারি দোকান আছে। তারা কয়েক প্রজন্ম এখানেই বসবাস করেন। তিনি বলছিলেন, এই দিন দশেক আগে টাটশাহ মসজিদে অযোধ্যা থেকে কয়েকজন এসেছিলেন। তারা বলছিলেন যে প্রচুর মানুষ অযোধ্যায় আসবেন, তাই তারা আপাতত বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। তবে উলেমারা তাদের বোঝান যে আপনারা ঘরবাড়ি ছেড়ে কেন যাবেন, আমরা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলছি। এরপরে পুলিশের পক্ষ থেকেও তাদের বোঝানো হয়, তারাই রক্ষা করবেন সবার। আবার এই খবরও পাওয়া যাচ্ছে যে অযোধ্যার কিছু মুসলমান পরিবার মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন আগে সাময়িক ভাবে অন্য কোথাও চলে গেছেন। স্থানীয় প্রশাসন ও রাজ্য সরকার অবশ্য জোর দিয়ে বলছেন যে অনুষ্ঠানের আগেপরে নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে, কারও ঘাবড়ানোর কিছু নেই। অযোধ্যা থেকে নির্বাচিত ক্ষমতাসীন বিজেপির সংসদ সদস্য লাল্লু সিং বিবিসিকে বলছিলেন, সবার নিরাপত্তা দেওয়া হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কারও আশঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তার কথায়, যেভাবে অযোধ্যার অন্য বাসিন্দারা থাকছেন, সংখ্যালঘুরাও সেভাবেই থাকেন। নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখি আমরা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো যা কাজ করছেন, সবার উন্নতির জন্যই করছেন। সেখানে কেউ এটা বলতে পারবে না যে এই ধর্মের মানুষের জন্য বাড়তি কিছু করা হয়েছে বা অন্য ধর্মের জন্য কম করা হয়েছে। আমাদের সংগঠন কখনই আমাদের বলে নি যে কারও থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চল, কারণ ভারতের নাগরিক তো সবাই, বলছিলেন এমপি লাল্লু সিং। তবে বেশ কিছুদিন আগে আমি রাম মন্দির পরিসরের শ'খানেক মিটারের মধ্যে অবস্থিত একটা বড় মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম, যেখানে হাজি হাফিজ সৈয়দ ইখলাকের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, এই পরিসরের কাছাকাছি সংখ্যালঘুদের বেশ কিছু জমি জায়গা আছে। তাদের কেউ কেউ দ্বিধায় রয়েছেন যে কতদিন এখানে থাকা যাবে। এবার অযোধ্যায় গিয়ে আমি আবারও তার কাছে গিয়েছিলাম। এবার অবশ্য তিনি আমার সঙ্গে আর কথা বললেন না। এক কর্মচারী তার কাছ থেকে ফিরে এসে আমাকে জানালেন, হাজি সাহেব সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন না। তবে সুন্নি সেংট্রাল ওয়াকফ্ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ আজম কাদরির সঙ্গে এবার দেখা হল অযোধ্যায়। তিনি বলছিলেন, সংখ্যালঘুদের এটা মনে হচ্ছে যে তাদের মতামত কম নেওয়া হচ্ছে। আমার ধর্মীয় স্থানের যদি পুনর্জীবন ঘটানো হত তাহলে তো আমারও ভাল লাগত আর যে গঙ্গাযমুনা সম্প্রীতির কথা আমরা বলি, সেটাও জোর পেত যে হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী সব সম্প্রদায়ের জন্য, কোনও এক বিশেষ ধর্মের জন্য নন তিনি। এখানে সমাজ কোনও রাজনীতির মধ্যে জড়াতে চায় না, আবার রাজনীতির অংশও হয়ে উঠতে চায় না। যেখানে যা আছে, সেরকমই থাকুক, শুধু এটুকুই চায় সবাই, বলছিলেন মি. কাদরি। আবার অযোধ্যা শিয়া ওয়াকফ্ কমিটির প্রেসিডেন্ট হামিদ জাফর বলছিলেন, যখন সুপ্রিম কোর্টের রায় এসে গেছে, তার ওপরে আর কোনও তর্ক বিতর্ক চলে না। কিন্তু ২২শে জানুয়ারির আগে এখানে যত সংবাদ মাধ্যম আসছে, তাদের একটা অংশ বারে বারে মুসলমানদের কাছে জানতে চাইছে যে আমরা ২২ তারিখ কী করব। এটা অনুচিত। আরে ভাই, ২২ তারিখে তারা সেটাই করবেন, যেটা ২১ তারিখ করেছেন!, বলছিলেন মি. জাফর। ফুলজাঁহারা যেরকম রামচন্দ্রের প্রসাদী মিষ্টির বাক্স বানাচ্ছিলেন কদিন আগে, সেটাই করবেন ২২ তারিখেও। রাম মন্দিরে পুজোর আরও নানাবিধ আয়োজনকে কেন্দ্র করে যে 'মন্দির অর্থনীতি' চলে, সেখানে যে হিন্দুমুসলমান কোনও ভাগ নেই।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
23:01:2024

ভেঙ্গে ফেলা বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দিরের উদ্বোধন করলেন মোদী

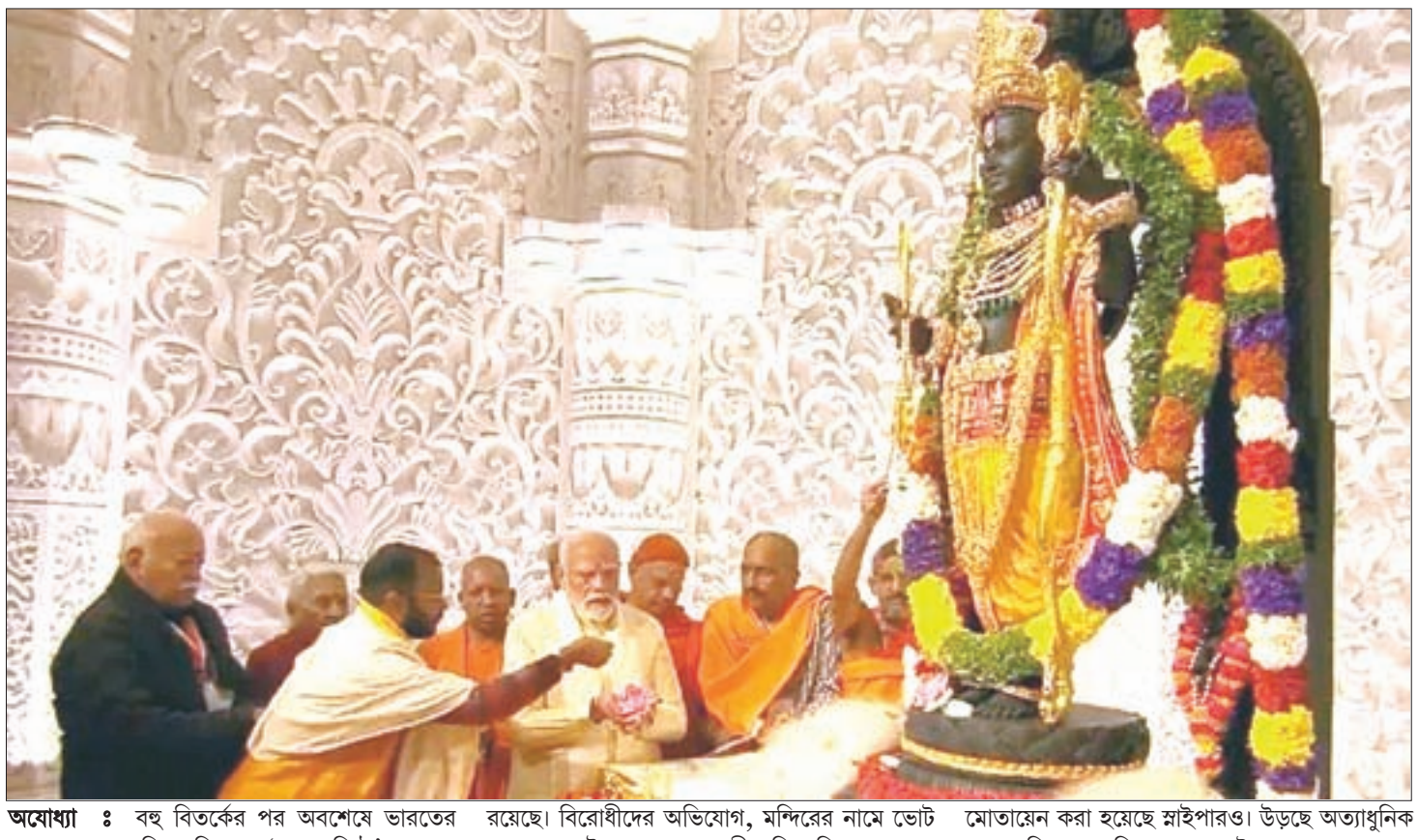

অযোধ্যা ঃ বহু বিতর্কের পর অবশেষে ভারতের অযোধ্যায় রামমন্দিরে বিগ্রহের 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মন্দিরটি যেখানে তৈরি হয়েছে, সেটা ভারতের সব থেকে বিতর্কিত ধর্মীয় স্থানগুলির অন্যতম। ওখানেই একসময়ে ছিল ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি বাবরি মসজিদ।

রাম মন্দির ধ্বংস করে ওই মসজিদ গড়া হয়েছিল, এই দাবি তুলে হিন্দু জনতা ১৯৯২ সালে মসজিদটি ভেঙ্গে দিয়েছিল। তারপরে সারা দেশে শুরু হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অভিযোগ তাতে মারা গিয়েছিলেন প্রায় দুই হাজার মানুষ।

সোমবার রামমন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতি ছিলেন দেশ-বিদেশের অতিথিরা যাদের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে শিল্পপতি, খেলা ও চিত্রজগতের তারকারাও ছিলেন।

যদিও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি অংশ এবং বিরোধী দলগুলোর নেতাদের প্রায় সবাই এই অনুষ্ঠান বয়কট করেছেন এই অভিযোগ তুলে যে. মি. মোদী রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার জন্য একে ব্যবহার করছেন।

ভারতে কিছুদিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, মন্দিরের নামে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করছে ক্ষমতাসীন বিজেপি।

২০১৯ সালে অযোধ্যা মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের বিতর্কিত জায়গাটি একটি ট্রাস্টকে দেওয়া যেতে পারে এবং সেখানে একটি রাম মন্দির তৈরি করা যেতে পারে। একইভাবে, উত্তরপ্রদেশের সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে বলা হয় যে, তাদেরকে পাঁচ একর জমি দেওয়া হবে, যেখানে তারা একটি মসজিদ তৈরি করতে পারবে। রামমন্দিরের নির্মাণ কাজ ২০২০ সালে শুরু হয়। যদিও মসজিদের কাজ এখনো শুরু হয়নি।

সেজে উঠেছে অযোধ্যা

রামমন্দির উদ্বোধনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে আরও কয়েকদিন আগে থেকে। রোববার থেকেই বিখ্যাত সব অতিথিরা প্রাচীন এই নগরে আসতে শুরু করেন।

তবে সোমবার সকাল থেকেই 'রাম নগরীতে' সাজো সাজো রব। রাম মন্দির সেজে উঠেছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা আড়াই হাজার কুইন্টাল ফুল দিয়ে। কড়া সুরক্ষা বলয়ে ঢাকা ছিল অযোধ্যা।

কড়া নজর রেখেছেন পুলিশ এবং কমান্ডোবাহিনীর জওয়ানেরা, গতিবিধির উপর নজর রাখতে মোতায়েন করা হয়েছে স্নাইপারও। উড়ছে অত্যাধুনিক নজরদারি ড্রোন। নিরাপত্তার মোটা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে পুরো এলাকাকে।

শুধুমাত্র মন্দির নির্মাণের জন্য আনুমানিক ১৮০০ কোটি টাকা ব্যায় হয়েছে। এর প্রাঙ্গণটি ৭০ একর জুড়ে বিস্তৃত, মূল মন্দির রয়েছে ৭.২ একর জায়গা জুড়ে।

মনোরম তিন তলা মন্দির গড়া হয়েছে গোলাপি বেলেপাথর দিয়ে, নীচের দিকে রয়েছে কালো গ্রানাইট পাথর। প্রায় ৭০ হাজার স্কোয়ার ফুট জুড়ে ধবধবে সাদা মার্বেল পাথর পাতা হয়েছে। মার্বেল পাথরের বেদিতে বসানো হবে ৫১ ইঞ্চি উঁচু রামের মূর্তি।

অভিজিৎ ক্ষণ

বেলা ১২ টা ২৯ মিনিট ৮ সেকেন্ড থেকে বেলা ১২ টা ৩০ মিনিট ৩২ সেকেন্ডের মধ্যে গুনে গুনে ঠিক ৮৪ সেকেন্ড, এই সময়ের মধ্যেই বিগ্রহের 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করেন নরেন্দ্র মোদী। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী একে বলে বলে 'অভিজিৎ মুহূর্ত'। এর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে হিন্দু শাস্ত্রে।

হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী, ভগবান রাম এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সারা দিনে দু'বার 'অভিজিৎ মুহূর্ত' আসে। শ্রীকৃষ্ণেরও জন্ম হয়েছিল মধ্যরাতের 'অভিজিৎ মুহূর্তে'। জ্যোতিষশাস্ত্র বলে, সারা দিনে ৩০টি মুহূর্ত রয়েছে। তার মধ্যে 'অভিজিৎ মুহূর্ত' অষ্টম।

রামমন্দির উদ্বোধনের পর রামলালার 'প্রাণ প্রতিষ্ঠার' জন্য এই ৮৪ সেকেন্ড নির্ধারিত করা হয়েছিল। সেই নির্ঘণ্ট মেনে এদিন বেলা ১২ টা ৫ মিনিট থেকে চূড়ান্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়।

পুরো অনুষ্ঠানটি টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

তাঁর পক্ষে অযোধ্যা যাওয়া সম্ভব নয়, পরে অন্য কোনও সময় তিনি মন্দিরে যাবেন।

তিনি বলেন, আমি আগেই বলেছি, রাম মন্দিরে যাওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট দিনের প্রয়োজন নেই। হৃদয়ে রয়েছেন রাম।

একই তালিকায় রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিন 'সংহতি মিছিলের' ডাক দিয়েছিলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেছিলেন, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আমি সর্বধর্ম সমন্বয়ের মিছিল করছি। সেখানে থাকবেন সমস্ত ধর্মের মানুষ। তাঁদের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা জানিয়ে হবে আমাদের কর্মসূচি।

এই কর্মসূচিতে ইতিমধ্যে বাউল, মুরশিদি ও ফকিরি গানের একাধিক গোষ্ঠী ও শিল্পীরাও অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন। থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের সদস্যরা।

এই সংহতি মিছিলের প্রাক্কালে রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি বার্তায় দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বার যাই হোক, ঘৃণা, হিংসা ও নিরীহ মানুষের মৃতদেহের উপর তৈরি কোনও উপাসনাস্থল মেনে নিতে আমার ধর্ম আমায় শেখায়নি। অন্যদিকে, ২২শে জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা স্কুল, কলেজ এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাফ ছুটির ঘোষণাকে ঘিরে আগেই আলোচনা চলছিল।

এরপর রামমন্দিরের অনুষ্ঠান 'লাইভ সম্প্রচারকে' ঘিরে আবার বিতর্ক শুরু হয়।

উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ''বহু শতাব্দী ধরে অপেক্ষার পরে ভগবান রাম আবার আমাদের মাঝে এসেছেন। রামলালা আর অস্থায়ী গৃহে নয়, এবার দিব্য মন্দিরে থাকবেন।''

রামমন্দির উদ্বোধনের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটাওয়ালে বলেছেন, এটি একটি আনন্দের দিন। সারা বিশ্বের মানুষ প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। এই অনুষ্ঠানকে রাজনৈতিক রঙে রাঙাতে নারাজ তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল উপস্থিত ছিলেন এদিন অযোধ্যাতে। তিনি বলেছেন, কোনও দেশ নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা না করে উন্নতি করতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমাদের সরকার আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে এবং আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করার জন্য ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করছে, মন্তব্য করেন তিনি। অন্যদিকে, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া বলেছেন, আজ মোদীর পুজো দেওয়ার ঈশ্বর প্রদত্ত সুযোগ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা র‍্যালির ডাক দিয়েছেন সংহতির কথা বলে।

অনুষ্ঠানে যাননি বিরোধী নেতারা

রামমন্দিরের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিরোধী দলের নেতা-মন্ত্রীদেরও। কেউ নিমন্ত্রণ 'রক্ষা' করতে পারবেন না আগেই জানিয়েছিলেন, কেউ বা প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বার্থে 'মেরুকরণের' অভিযোগ তোলেন।

এই তালিকায় রয়েছেন সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব। তিনি আগেই জানিয়েছিলেন, ২২শে জানুয়ারি তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার রাম মন্দিরের অনুষ্ঠানের লাইভ সম্প্রচারে সম্মতি দেয়নি।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ভারতে বিজেপি যেখানে ক্ষমতায় নেই, এমন রাজ্যগুলি ২২শে জানুয়ারি রামমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণার আহবানে সাড়া দেয়নি। রামমন্দির প্রতিষ্ঠাকে একটি 'সামাজিক উৎসব' হিসাবে দেখার জন্য সবাইকে আহবান জানিয়েছে কলকাতার নাখোদা মসজিদ কর্তৃপক্ষ।

এই উৎসব নিয়ে নাখোদা মসজিদ কর্তৃপক্ষ মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করেছেন, এই অনুষ্ঠান নিয়ে যেন কোনও খারাপ মন্তব্য এবং বিরোধিতা যেন না করা হয়।

রামলালার 'আবির্ভাব' ও তালাচাবি

হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণে ভগবান রামচন্দ্রের জন্মস্থান হিসেবে যে অযোধ্যা নগরীর উল্লেখ আছে, সরযূ নদীর তীরে সেই শহরেই শত শত বছর ধরে দাঁড়িয়ে ছিল এই বিতর্কিত ধর্মীয় স্থান।কারণ ১৯৯২ সালে সেই কাঠামোটি ভেঙে ফেলে উন্মত্ত করসেবকরা।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের একজন সেনাপতি মীর বাকি ১৫২৯ সালে রাম জন্মভূমি ভেঙে ফেলে সেই জায়গায় 'বাবরি মসজিদ' তৈরি করেন, এমনটাই প্রচলিত ধারণা। যদিও এটা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

এমন কী বাবর নিজে কখনো আদৌ অযোধ্যাতে এসেছিলেন কি না, সেটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তার অত্যন্ত সুলিখিত আত্মজীবনী 'বাবরনামা'তে জীবনের বহু ছোটখাটো ঘটনার বিবরণ থাকলেও অযোধ্যার কোনও উল্লেখ নেই।